শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

॥ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য ॥

(দ্বিতীয়খণ্ড)

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা

পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

ভিক্ষা-কুড়ি টাকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ

প্রকাশকের নিবেদন

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অহৈতুকি কৃপাবলে "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার রহস্য" নামক গ্রন্থখানি প্রনীত হইল।

অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারের পার্ষদবৃন্দ সমবিব্যবহারে ব্রজঅভিলাষিত তিন বাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ পূর্ব্বক শ্রীগৌর সুন্দররূপ অবতীর্ণ হন ভগবান পৃথিবীতে কখন অবতীর্ণ হন এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় (৪/৭-৮) অর্জ্জুন প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা —

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপানার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীভগবান বলিলেন. হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়. তখন তখনই আমি আমাকে প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রান. অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

শ্রীগৌরসুন্দর কলিপাপাহত জীবের মোচনের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ সমবিব্যবহারে যুগধর্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১/৫/৩২

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

যাঁহার বর্ণ ভিতরে কৃষ্ণ. কিন্তু বাহিরে গৌর. পণ্ডিতগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁহার অঙ্গ অর্থ্যাৎ অঙ্গতুল্য শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু. উপাঙ্গ অর্থ্যাৎ অঙ্গের অঙ্গ তুল্য শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত. অস্ত্র অর্থ্যাৎ অবিদ্যা নাশক তাঁহার নাম এবং পার্ষদ অর্থ্যাৎ মুরারি. শ্রীধর প্রভৃতি অসংখ্য পার্ষদসহ সেই শ্রীগৌরভগবানের পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবি-

তাঁদের পূর্ব্বে লীলা সহায়ক পিতামাতা সখা, দাসাদিগনকে শৌচ্য দেশে শৌচ্যকুলে আবির্ভূত করাইয়া আচণ্ডালে প্রেমদান লীলা সূচনা করিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি ২য় অধ্যায়—

„গঙ্গাতীর পূণ্য স্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্মায়ে কেন শৌচা দেশেতে॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম বিবর্জ্জিত॥
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত॥
সে সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
শৌচা দেশে শৌচাকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পূণ্যতীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ন॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবার হৈল মিলন॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালীন সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগ-বতের আদিখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণন যথা—

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্যআচার॥

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোনজন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব। তারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন। দোষ বিনা গুণ কারো না কহে কথন ॥

যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয় ॥
গীতা ভাগবত যে যে জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥
এইমত বিষ্ণুমায়া মোহিত সংসার ॥”

এইমত বিষ্ণু ভক্তিবিহীন 'মায়ামোহ' জর্জ্জরিত জীবের দূর্গতি মোচনের জন্য পরম করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া নামঅস্ত্রে জীবের অবিদ্যা বিনাশ করতঃ নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। গোলোক বিহারী প্রভু কিভাবে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য মঙ্গলাদি গ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বিষয়ে যেসকল তথ্য পরিবেশিত রহিয়াছে তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে আমার বহুমুখী ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। অদোষ দরশী গৌর লীলাতত্ত্ব অভিজ্ঞ গৌরগত প্রাণ সুধী ভক্তমণ্ডলী, আমার জ্ঞান-অজ্ঞান কৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া শ্রীগৌর-আবির্ভাব লীলা রহস্য মাধুর্য্য আস্বাদনে তৃপ্ত হউন। ইতি—

শ্রীশ্রী প্রাণকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য

অথারম্ভঃ।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব। ব্রজ রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারন পূর্বক শ্রীগৌরাঙ্গ নামে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা বর্ণনে পদকর্তা শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের বর্নন যথা

গৌরাঙ্গ না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমসিন্ধু সীমা জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥ ইত্যাদি

শ্রীমতী রাধিকা সহ ব্রজগোপীগনের অপ্রাকৃত প্রেমের মহিমা জগতে বিদিত করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব। মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমবৈচিত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব নিজে আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে বিদিত হইলেন রাধা ভাবকান্তি সম্বলিত শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপের আত্মপ্রকাশের তত্ত্ব পরিবেশন উদ্দেশ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডে ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমের হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকি॥

এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পন।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ দর্পনের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মোর মাধুর্য্য রাধা প্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী স্বরচিত কড়চার বর্ণন করিয়াছেন।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রনয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশো বেতি লোভাৎ
তদ্ভবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীমতী রাধিকার প্রনয়ের মহিমা কিরূপ? সেই প্রেমের দ্বারা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য তিনি আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ? আমাকে অনুভব

করিয়া তাঁহার যে সুখ হয় তাহাই বা কিরূপ? এই লোভ হইতে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া হরিরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরলী মনোহর ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তর্নিহিত ভাবের বাহ্য প্রকাশের লীলাদি পদকর্ত্তা জগদানন্দ স্বরচিত পদের মাধ্যমে জগতে বিদিত করিয়াছেন।

নিধুবনে দুহুঁ জনে চৌদিকে সখীগণে শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে।
উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ এক যুবা গৌর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবভূষা নিরবধি নাচে গায় মহামত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥

একদিন শ্রীমতী রাধিকা প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিধুবনে কুঞ্জমধ্যে রসাবেশে শয়নে রহিয়াছেন। হঠাৎ রাত্রি শেষে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। নিদারুন মর্ম্মবেদনায় ব্যাথিত চিত্তে ব্যাকুল হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিলেন এবং সবিনয়ে হৃদয়ের নিদারুন দুঃখটি উদ্ঘাটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্নে এক গৌরবরণ যুবা পুরুষকে দেখিলাম। তাহার অপূর্ব রূপে চ্ছটা কোটি কামদেবকে ম্লান করে দেয়। সর্ব্বক্ষণ অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাবে বিভোর হইয়া মহামত্ত প্রায় নৃত্যগীত করিতেছে। সেই রূপ লাবণ্য দর্শনে দেহমন বিগলিত হইয়া তাহার প্রতি আমার মন ধাবিত হইল॥ আমার এইরূপ বিপর্য্যয় কেন হইল তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। একারনে আমি খুবই লজ্জিত ও দুঃখিত। নিজেকে বড়ই ভাগ্যহীনা অনুভব করিয়া হৃদয়ে ধিক্কার আসিতেছে। আমি জন্মকালে অন্ধ অবস্থায় জন্মিয়াছিলাম এবং তোমার শ্রীবদন দর্শন করেই আমি নয়ন মেলিয়াছিলাম। তদবধি তোমার চরণে মন প্রান সমর্পন করতঃ সর্বত্র তোমার রূপ-গুণ মাধুর্য্যে আমার দেহমন-ইন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ বিভাবিত। কিন্তু কোন অপরাধে আমার এই বিপত্তি ঘটিল। চতুর্ভুজাদি কত বনের দেবতাকে দর্শন করিয়াছি।

তুমি রাসমণ্ডল মধ্য হইতে আমা সহ অন্তর্দ্ধান করতঃ আমাকে বনমধ্যে একাকী ফেলিয়া তুমি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারন পূর্ব্বক আমায় পরীক্ষা করিয়াছিলে ; কিন্তু তাহাতেও আমার মনের কোনরূপ ভাবান্তর ঘটে নাই। এখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপ দেখিয়া হঠাৎ আমার এইরূপ অবস্থা ঘটিল কেন? কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমায় বলুন ; 'এই কথা বলিয়া শ্রীরাধিকা চিত্তের বিক্ষেপে মূর্চ্ছা প্রায় হইলেন। তখন রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপ্রিয়ার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া স্বস্নেহে কোলে উত্তোলন করিলেন এবং বারে বারে মুখ চুম্বন করতঃ স্বস্নেহে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন ; প্রিয়ে 'প্রিয়ে! তুমি বৃথা দুঃখ করিও না। ইহা তোমার ভাবের ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই প্রক্ষান্তরে তোমারই অনুমতির প্রকাশ মাত্র। এ কথা পদকর্ত্তা বলরাম দাস প্রেমানুরাগে পদের মাধ্যমে সুচারুরূপে বর্ণন করিয়াছেন।—

সুন্দরি যে দেখিলা গৌরস্বরূপ
সো নহি আন, কেবল তুয়া প্রেম, মোহে করব তৈন রূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ কি করিব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে তোহারি স্বরূপ বিনে এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তুয়া ভাবকান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধিব মনের সাধা ঘুচিবে সকল বাধা ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময় না ভজিনু মুঞি নরাধম॥"

তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বস্নেহে বলিলেন ; সুন্দরী! তুমি শোক পরিহার কর। তোমার অনুতাপের কোন কারণ নাই। তুমি যে গৌরমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, তিনি অন্য পুরুষ নহেন। তোমার নিগূঢ় প্রেম বৈচিত্র আমাকে এরূপ ধারন করিতে বাধ্য করিবে! আমার রূপ মাধুর্য্য কিরূপ? তুমি যে ভাব দ্বারা আমার রূপ মাধুর্য্য আস্বাদন কর তাহা বা কিরূপ এবং তাহার আস্বাদনে তুমি কিরূপ আনন্দ পাও তাহা আস্বাদন করিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতেছে। বহু চিন্তা করিয়া দেখিলাম ; তাহা তোমার ভাব-কান্তি

ধারণ ভিন্ন আমার পক্ষে আস্বাদন কোনক্রমেই সম্ভব পর নহে। তাই তোমার ভাবকান্তিকে ভূষন করে তোমার ভাবে বিভাবিত হয়ে নদীয়াতে উদয় হইব। অশ্রুকম্প পুলকাদি অষ্ট সাত্বিকভাবে বিভূষিত হয়ে নৃত্যগীত সহকারে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তোমার প্রেমানুরাগের বৈভব বিতরণ করিব। এবং নিজ আস্বাদন করে জগতবাসীর আস্বাদনের পথ নির্দ্দেশ করিব। আমার বাসনা পূর্ণ হবে তৎসঙ্গে জগতবাসী তোমার ভাবে বিভাবিত হয়ে প্রেমানন্দ সুখে নিমগ্ন হইবে।

প্রাণনাথের মুখে এই বিচিত্র কথা শুনে শ্রীরাধিকার মনের সংশয় দূর হইল বটে কিন্তু প্রাণনাথের বিচ্ছেদ বিরহ তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন বিহ্বলভাবে বলিতে লাগিলেন যে, প্রাণনাথ তুমি ব্রজবাসীর জীবন, তোমাকে ছেড়ে ব্রজবাসী বাঁচতে পারেনা। যেমন জল বিহীন মৎস্য, মনি-বিহীন ফণী জীবন ধারণ করিতে পারে না; তদ্রূপ ব্রজের পশুপাখী, তরু-লতা, ধেনু বৎস্য, প্রাণ প্রিয় সখা ও সখীগণ এবং বড়ভাই বলরাম মা যশোমতী, বাবা নন্দমহারাজ তোমাকে ছেড়ে এক মূহুর্ত্ত জীবন করিতে পারিবে না। আমাদের কান্দিয়ে এই কার্য্য করে তুমি কি সুখ লাভ করিবে তোমার এই কথা শুনে তোমার বিচ্ছেদ বিরহে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রাণ প্রিয়ার ভারাক্রান্ত চিত্তের কাকুতি শুনে শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে বলিলেন, তুমি বৃথা দুঃখ করিতেছ, ব্রজজন ছেড়ে আমি এক মুহুর্ত্ত থাকিতে পারিনা। তোমরা ভিন্ন আমার প্রাণপ্রিয়জন আর কেহ নাই। তোমাদের এই স্নেহ বিজড়িত প্রেমভাবের বৈচিত্র জগতে বিদিত করিবার জন্যই আমার অকুণ্ঠ প্রয়াস। আমি শুধু একাই যাব না। তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দুঁহু তনু একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে প্রকাশিত হইব। গোপগোপীগন সকলে আবির্ভূত হয়ে একত্রে ব্রজপ্রেম আস্বাদন করে নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিব।

প্রাণনাথের মুখে এই কথা শ্রবণ করে শ্রীমতী রাধিকার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ বিদুরিত হইল। পরমানন্দে বিভোর হইলেন। তখন মহানন্দে প্রাননাথকে বলিলেন, আমার স্বপ্ন দর্শন যথার্থসার্থক হইল, তোমার শ্রীমুখে নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়া অশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ধন্য আমি আমার

ভাগ্যে কি সেই লীলা দর্শন হইবে। তবে তুমি যে বলিলে, আমায় সঙ্গে নিয়ে দুই তনু এক হবে। তা কিভাবে সম্ভব ? তুমি মা যশোমতীর স্নেহের দান চূড়াধড়া কোথায় রাখিবে ? বংশী বা কোথায় লুকাইবে ? আর এই কাল বরনই বা কিভাবে গৌর কান্তি হবে ; তাহা বর্ণন করে আমার হৃদয়ের কৌতুহল নির্ব্বাপন কর। তখন শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে যাহা বলিলেন ; তাহা পদ কর্তা বৈষ্ণবদাস প্রেমানুরাগে বিভাবিত হইয়া বর্ণন করিলেন।

"এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে দেখাইল শ্রীরাধার অঙ্গ
আপনি তাহে প্রবেশিলা দুই দেহ এক হৈলা ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই কয়ে দুঁহু তনু এক হয়ে নদীয়াতে করল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমবন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারন অন্তরে রস আস্বাদন ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন হেরি রাঙা শ্রীচরণ না ভাসিলাম সে সুখ তরঙ্গে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে শ্রীরাধার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া আপনি তাহাতে প্রবীষ্ট হইলেন। দুই দেহ একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ প্রকাশ পাইল। শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার স্বপ্নের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মনে সমস্ত সংশয় ও উদ্বেগ দূর করিলেন। হৃদয়ের সকল ব্যথা নিবারণ করিয়া মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন। এইভাবে ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারন পূর্ব্বক রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে নদীয়াতে প্রকট হইলেন। গোপ গোপীগন ভক্ত স্বরূপে প্রকট হইয়া প্রভু সহ একত্রে সঙ্কীর্তনলীলা বিলাস করতঃ নামে প্রেমে জগৎ ধন্য করিলেন। ব্রজবাসীর সুনির্মল প্রেম-ভাবরস মাধুর্য্যে ত্রিভুবন প্লাবিত হইল। জগতবাসীর ব্রহ্মার আকাঙ্খিত সম্পদ লাভ করিয়া চিদানন্দে পরিপূরিত হইলেন।

সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গলগ্রন্থের সূত্রখণ্ডে বর্নিত রহিয়াছে যে, কলি পাপাহত জীবের দুর্গতি দেখিয়া পরম দয়াল দেবর্ষি নারদ হৃদয়ে এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন।

"কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য [illegible] কৃষ্ণ কলিতে [illegible] ॥

ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্ব্বকাল।
বেদ পুরান শাস্ত্রে সে আছয়ে বিচার ॥
যদি কৃষ্ণদাস মুঞি হউ সর্ব্বথায়।
কলিতে আনিব তারে প্রভু যদুরায় ॥"

দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে জগতে কেহ ধর্ম্ম স্থাপন করিতে পারিবে না। সর্বদেবগণ ও সর্ব অবতারের ভক্তগণসহ শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া জগতের ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপন করাইব। হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সহসা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সত্য-ভামার গৃহ হইতে রুক্মিনীর ভবনে পদার্পন করিলেন। রুক্মিনী দেবী পরমাগ্রহে প্রভুর শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিয়া শ্রীচরণদ্বয় বক্ষে ধারণ করতঃ প্রেমানুরাগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী দেবীকে তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রুক্মিনীদেবী সবিনয়ে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। যথা—

"রাধামাত্র ইহা জানে যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে তার ভাগ্যপনে নাহি সীমা ॥
এপুন জগতে ধান্ধা তারি গুণে তুমি বান্ধা আজিহ না ছাড় তিয়া জাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি ছলছল করে দেখি হেন পদ প্রেমার প্রতাপ ॥
এপদ আমার ঘরে উল্লসিত অন্তরে কান্দি পুনঃ বিচ্ছেদের ডরে।
তোমার অধিকতার শ্রীপাদ পঙ্কজ জোর অনুভবি করহ বিচার ॥

শ্রীরুক্মিনীদেবী বলিলেন, প্রাণনাথ! তোমার এই অভয় চরণের মহিমা অবর্ণনীয়। একমাত্র শ্রীমতী রাধিকা বৃন্দাবনে তোমার শ্রীচরণ সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। তাই অদ্যাপি তাঁহার নাম লইতেই তোমার নয়নাশ্রু বিগলিত হয়। তোমার সেই অভয়পদ বহুভাগ্যে আমার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে কিন্তু তোমার এ হেন শ্রীচরণের বিচ্ছেদ বিরহে আমার মন ব্যাকুলিত হইতেছে। তখন করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনীসহ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন।

"হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি। ভজিব প্রেমার সুখ কহিলা আপনি॥
হেনকালে নারদ আইলা আচম্বিত॥"

দেবর্ষি নারদের আগমনে রুক্মিনীদেবী সসম্ভ্রমে স্বাগ্রহে পাদ্য-অর্ঘ প্রদান করতঃ তাঁহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিলেন! কিন্তু নারদের বিরস বদন দেখিয়া করুণাবতার প্রভূ শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ সবিনয়ে বলিলেন, আপনি সর্ব অন্তর্য্যামী। আমার বিষাদের কারণ আপনার অজানা নাই। "কৃষ্ণনামাশক্তি বিহীন জীবের কিভাবে মোচন হইবে তাহা কৃপা করে আপনি আমায় বলুন। নারদের বাক্য শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহানন্দ সহকারে বলিলেন। যথা—

"হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি।
পুরুষের যত কথা পাসরিলা তুমি॥
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেন মতে।
মাহেশ সংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥
আর অপরূপ কথা রুক্মিনী কহিল।
শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে॥
ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া। নিজ প্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া॥
গুণ-নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব। নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব॥
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম।
সুমেরু সুন্দর তনু অতি মনোরম॥
কহিতে কহিতে প্রভু গৌর তনু হৈলা।
দেখিয়া নারদের আরতি বাড়িলা॥"

মহামুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণের গৌর তনু দর্শন করিয়া প্রেমে বিভাবিত হইলেন এবং ভাবিলেন এতদিনে আমার বাসনা পূর্ণ হইল। তখন নারদ মহানন্দে ভ্রমন করিতে করিতে নৈমিষ্যারণ্যে উদ্ধবের সহিত মিলিত হইলেন। উদ্ধব নারদ সমীপে কলিপাপাহত জীবের দূর্গতি মোচনের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন

করিলেন নারদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গৌর তনু ধারনের রহস্যটি উদ্ধবকে নিবেদন করিলেন এবং তৎসঙ্গে বলিলেন। শীঘ্র গিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও। আমি সর্ব্বত্র এই বাক্য প্রচার করিতে চলিলাম। জৈমিনী ভারতের বত্রিশ অধ্যায়ে নারদ—উদ্ধবের এই সংবাদ বর্ণিত রহিয়াছে। তারপর দেবর্ষি নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে কৈলাসে শঙ্কর সমীপে উপনীত হইলেন শিব-পার্ব্বতী সযত্নে তাঁহাকে বসাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের কুশল প্রশ্ন করিলেন। তখন নারদ মহানন্দ সহকারে বলিলেন যে, তোমরা দুজনেই জগত নিস্তারের হেতু। পূর্ব্বে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আলোচনায় প্রসাদ মাহাত্ম্য শুনিয়া আমি দ্বাদশ বৎসর লক্ষ্মীর সেবা করত শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হই। সেই প্রসাদের মহিমায় আমি দিব্যভাবে উন্মত্ত হইয়া তোমার সমীপে আসিয়া উপনীত হইলাম। তুমি আমার দিব্য ভাবোন্মাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সমস্ত বলিলাম। তখন তুমি পরম আগ্রহের সহিত সেই মহাপ্রসাদ প্রার্থনা করিলে আমি বহু অনুসন্ধানের পর নখের কোনে অবস্থিত একরঞ্চু প্রসাদ তোমায় প্রদান করিলাম। তাহা গ্রহণ করিয়া তুমি প্রেমাবেশে নৃত্যগীত আরম্ভ করিলে। এ সংবাদ পাইয়া দেবী কাত্যায়নী তোমার সমীপে আসিয়া মহাপ্রসাদ না পাওয়ায় অতীব দুঃখের সহিত বলিলেন। যদি যথা র্থই আমার বিষ্ণুভক্তি থাকে তাহলে তুমি যে প্রসাদ আমায় না দিয়ে একাকী ভক্ষন করিলে সেই প্রসাদ জগতবাসীকে আমি বিতরন করিব। শৃগাল কুকুরাদি সকলে ভক্ষণ করিলেই আমার হৃদয়ের দুঃখ দূর হইবে। কাত্যায়নীর এই প্রতিজ্ঞায় বৈকুণ্ঠনাথ তথায় প্রকট হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না। তৎ সঙ্গে আর এক নিগূঢ় রহস্যের কাহিনী বলিলেন যথা।

“পূরব রহস্য যত কেহো নাহি জানে তত্ত্ব সমুদ্র মথিল দেবগনে।
মন্দার মন্থন দণ্ড রজ্জু যানী অনন্ত লোম উপজিল ঘরিষনে॥
সেমোর কল্পতরু যাচক যা চিন্তা করু যার যত সেই মনে বাসে।
যে জন যে ধন চায় সেজন সেজন সে ধন পায়
বিমুখ না করে প্রতি আশে।

তহি এক দিব্য তেজ চা তক্ক বর মাঝে শ্রীচৈতন্য অবিহিত দেহে।
সে মোর সহজ মোর কেবল করুনাভুপ আর যত সেহ সম নহে॥
যত যত অবতার সেই সে আশ্রয়গার লীলাকলা বিলাসের তরে।
পৃথিবী রহিব আমি ত্রিজগত নাথ স্বামি করুণা করিব পরচারে॥
কলিযুগে সবিশেষে সঙ্কীর্ত্তন পরকাশে হব আমি মনুজ মুরতি।
তনুহব হেম গৌর প্রতিজ্ঞা পালিব তোর প্রচারিব পরম পীরিতি॥
এমোর অন্তর হিয়া তোমারে কহিল ইহা সম্বরি রাখহ নিজমনে।
সব অবতার সার কলিগোরা অবতার নিস্তারিব লোক নিজগুণে॥
বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে সংবাদ এই পুরানে উৎকল খণ্ডেতে পরকাশ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুনের সমুদ্র ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ॥

এই কথা বলিয়া নারদ বলিলেন তোমরা পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ আমি প্রভুর আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য বাহির হইয়াছি তোমরা সকলে কলিতে নিজ নিজ অংশে অবতীর্ন হও। তারপর নারদ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইয়া গৌরঅবতারের তত্বাদি আলোচনা করিলেন। ব্রহ্মা নারদের মুখে এই গুহ্য তথ্য শ্রবন করিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। তখন সহসা তাহার মনে পূর্ব্বে রহস্যটি উদ্ঘাটিত হইল। তখন স্বস্নেহে নারদকে বলিলেন, পূর্ব্বে একদা সনকাদি মুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি প্রেমলীলা বৈচিত্রের গুড়রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিলে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। সেই সময় ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হংসরূপ ধারন পূর্বক আবিভূত হইয়া চারিটি শ্লোকের মাধ্যমে সেই নিগূঢ় রহস্যের মীমাংসা প্রদান করিলেন। সেই চতুঃ শ্লোকের বর্নন যথা—

শ্রীভগবান উবাচ

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ বজ্ঞান সমন্বিতং।
স রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহান্ গজিতং ময়া॥
সাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুন কর্ম্মকর।
তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেব সমেবাগ্রে নান্যদ ইৎ সদ সৎ পরং।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং।
ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তৎ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চা বচেষন।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষুন তেষ্বহং॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসু নাত্মনং।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধিনা।
ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংসায় সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং দ্বিতীয় স্কন্ধে ভগবত্ত সংবাদে ব্রহ্ম চতুঃ শ্লোকিং ভাগবতং সম্পূর্ণং।

এই চতুঃ শ্লোক সনকাদিগনকে শুনাইলে তাঁহারা মনের আনন্দে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। এদিকে দৈবযোগেনো ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত পুরানাদি শাস্ত্র রচনাকালে জ্ঞাতা না পাইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। সেই সময় নারদ ব্যাসের সমীপে আসিয়া এই চতুঃশ্লোক প্রদান করতঃ তাঁহার সংশয় ছেদন করিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রনয়নে ব্রতী হইলেন। সেই ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গমুনির বচন যথা—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে-১০/৮/১৩

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

"সত্যযুগে শ্বেতবর্নলোকে পরচার! ত্রেতায় অরুন কান্তি, যজ্ঞ নাম তার॥
এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার। পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতার।"

* * * * *

একাদশে এইকথা কয় ভাগবতে। রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন—মুনিতে॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—১১/৫/১৯—রাজোবাচ—

কস্মিনকালে চ ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশৈর্নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥
"কোনকালে ভগবান কোন বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোনকালে॥

কোনকালে কোন ধর্ম কেমন মানুষ।
কোন বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২০-২২) — শ্রীকরভাজন উবাচ—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড—কমণ্ডলূ॥
মনুষ্যাস্তু তদাশান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ
যজন্তি তপসাদেবং শমেন চ দমেন চ॥
"রাজাকে কহিল মুনি শুন সাবধান
সত্য আদি যুগে লোক পূজায় যেমন॥

সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ হংসনাম ধরে। চতুর্ব্বাহু তপধর্ম্ম জটা বাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার উপবীত। শান্ত নির্বৈর সমলোকের চরিত॥

ত্রেতায়াং যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৪-২৫)

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
তং তদা মনুজাদেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে। চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুকস্রুব করে॥
তপ্ত হাটক কেশ শিরের উপরে। সর্বদেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥
ত্রয়ী বিদ্যা আত্মা তার নাম ধরে যজ্ঞ। বেদবিধি মতে পূজা করে ধর্মবিজ্ঞ॥

দ্বাপরে যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৭-২৮—৩১)

"দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদ তন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপদ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।

নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথাশৃনু ॥

দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্। শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত পরিধান ॥
মহারাজরাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে। ভাগাবান জনতারে বেদ-তন্ত্রে যজে ॥
এইমত প্রতি যুগে যুগে অবতার। সেযুগে যে যুগধর্ম্ম করয়ে প্রচার ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিনযগ গেল। শ্বেতরক্ত আর কৃষ্ণবরণ কহিল ॥
তিনযুগে তিনবর্ণ কৈথা দিল মুনি। সাবধানে শুন কলিযুগের কাহিনী ॥

তথাহি—কলৌ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২)

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র—পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন—প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ আছয়ে যাহাতে। কৃষ্ণবর্ণ নাম তার কহে ভাগবতে ॥
কান্তিতে অকৃষ্ণ তেঁহ শুন সর্বজন। গোরা গোরা বলি এবে গাইতে কারণ ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রপারিষদ যত আর। সবার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥
অঙ্গ বলরাম বলি—তেঁই কহি সাঙ্গ। উপঅঙ্গ আভরণ তেঁই সে উপাঙ্গ ॥
সুদর্শন আদি অস্ত্র আর পারিষদ। সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদ নারদ
যত যত অবতারের দাসদাসী যত। সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার নাম লৈব কত ॥"

এইভাবে বামার সহিত অবতার তথ্যাদি আলোচনা করতঃ দেবর্ষি নারদ সর্বত্র ভ্রমন করিয়া গৌর আবির্ভাব বাক্য প্রচার করিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে কলিযুগোচিত অনাচারাদি দর্শন করিয়া হৃদয়ে নিদারুন ব্যথিত হইলেন। ব্যথিত অন্তরে ধ্যানস্থ হইলে দৈববাণী হইল! নীলাচলে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেব প্রকট হইয়াছেন। তখন মহামুনি নারদ পরমানন্দ মনে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনে চলিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন এবং সবিনয়ে কলিপাপাহত জীবের দূর্গতি মোচনের কথা নিবেদন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব তাহাকে গোলোকে গমনের নির্দ্দেশ প্রদান পূর্বক বলিলেন যথা—

"বৈকুণ্ঠ উপরিস্থান গোলোক যাহার নাম শ্রীগৌরসুন্দর তাহে রাজা।
লখমী-অধিক নারী কি পুরুষ কিবা স্তিরী সুখময় সকল পরজা।

* * * * *

যেরূপে দেখিবে তথা সেরূপে আসিব হেথা কীর্ত্তন করিব পরচার।
ঘুচাব সকল দুঃখ প্রচারিব প্রেম সুখ কলিলোক করিব নিস্তার॥
এই বাক্য শ্রবন করিয়া দেবর্ষি নারদ গৌর রূপদর্শনের জন্য পরমানন্দ মনে বৈকুণ্ঠ নাথের সমীপে পেঁছালেন। বৈকুণ্ঠনাথ গোলোক নাথের মহিমা বর্ণনকরিয়া নারদসহ তথায় উপনীত হইলে শ্রীগৌরস্বরূপ দর্শন লাভ করিলেন,
সধ তরু কল্পদ্রুম তহিঁ এক নিরুপম রত্নবেদী তাঁর চারিপাশে।
স্বর্ণ সিংহাসন তায় বসিয়া গৌরাঙ্গ রায় সরস মধুর লহু হাসে॥

° ° ° ° °

গোলোক নাথের স্থান ইহা বহি নাহি আন আগমে কহিল এই ধ্যান॥
প্রভু স্নান সমাপন্তে দয়াল প্রভু নারদে কোলে তুলিয়া লইলেন। নারদ বলিলেন 'প্রভু আপনার আসল স্বরূপ দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম। এই বলিয়া নারদ গৌরাঙ্গে স্তব করিলেন। শেষে প্রভু নারদকে বলিলেন—
"ঐছন নারদবানী শুনি কহে গুণমনি চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব নিজ ভক্তি প্রচারিব জন মিযা নদীয়ার মাঝ॥
চলহ নারদমুনি শ্বেতদ্বীপে আছি থামি বলরাম নামে সহোদর!
অনন্ত যাহার অংশ একাদশ রুদ্রবংশ সেবা করে মহেশ দশর॥
রেবতী রমনী সঙ্গে আছয়ে বিলাসরঙ্গে ক্ষীর জলনিধি মহীমাঝে।
যত অবতার হয় সেইমাত্র সহায় আগে করি—করি নিজ কাজে॥
চল চল মুনিরাজ গোচর করহ কাজ কহিবে করিয়া পরবন্ধ।
নিজ নিজ অংশ লৈয়া পৃথ্বীতে জনম গিয়া স্বনামধরহ নিত্যানন্দ॥
প্রভুর এই আদেশ পাইয়া নারদমুনি প্রেমানন্দে বলরাম সমীপে আসিয়া প্রভুর নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিলেন। তখন প্রভু বলরাম প্রেমানন্দাবেশে বলিতে লাগিলেন—

"শুনি বলরাম রায় আনন্দে চৌদিকে চায় অট্ট অট্ট হাসে উচ্চানান্দে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার প্রকাশয়ে চমৎকার আপনা পাসরে প্রেমানন্দে॥
আজ্ঞা দিল নিজজনে পৃথিবী কর গমনে প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে।

চলহ নারদ তুমি জনম লভিব আমি অগোচর করিব গোচরে ॥

এইভাবে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপরিকরসহ সমস্ত অবতারের ভক্তবৃন্দ সহকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কলিপাপাহত জীবে ব্রহ্মার দুর্লভধন প্রদান করতঃ নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ

শ্রীখণ্ড বাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শিষ্য শ্রীলোকানন্দ আচার্য্য বিরচিত-

শ্রীভগবদ্ভক্তি সার সমুচ্চয়ঃ গ্রন্থ ধৃত—

—তথাহি—বায়ুপুরানে—

দিবিজাভুবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিনঃ।

কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

কলিতে সঙ্কীর্তন আরম্ভ সময়ে আমি শচীসুত হইয়া আবির্ভূত হইব। দেবতাগণও ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন।

তথাহি—বামন পুরানে।

কলিঘোর তমশ্ছন্নান্ সর্ব্বাচার বিবর্জ্জিতান্।

শচীগর্ভে চ সম্ভুয় তারয়িষ্যামি নারদ॥

আনন্দাশ্রু কলারোম হর্ষপূর্ণং তপোধন।

সর্ব্বমামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসি রূপিনং।

হে নারদ কলি ঘোরতমাভিভূত সকল প্রকার আচার নিয়মাদি বর্জ্জিত লোকসমূহকে আমি শচীগর্ভে উৎপন্ন হইয়া উদ্ধার করিব। অশ্রুকল্প পুলকাদি ভাব বিভূষিত সন্ন্যাসী স্বরূপে কলিকালে সর্ব্বলোকে আমায় দর্শন করিবে। —তথাহি—নারদীয়ে—

অহমেব দ্বিজ শ্রেষ্ঠ লীলা প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকায রক্ষামি সর্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নরলীলায় আমার প্রকৃত রূপ গোপন করিয়া ভগবদ্ভক্তরূপে সর্বদা আমি লোক রক্ষা করি॥ —তথা—ভবিষ্যপুরানে—

শঙ্কর গ্রহগ্রস্তং হি ভক্তিযোগমহং পুনঃ।

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ...

কলৌ সন্ন্যাসিরূপেন বিতরানি চরামি চ॥

তথা—মহাভারত দানধর্ম্মে

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

সন্ন্যাস্ কৃত সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়নঃ॥

সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ মনোরম অঙ্গ যুক্ত চন্দনাঙ্গদে ধারী সন্ন্যাসী সমগুন বিশিষ্ট শান্ত শান্তি ও নিষ্ঠাপরায়ন হইব।

তথা—মৎস্য পুরাণে—

"মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রি স্রোতস্তীর সম্ভবঃ।

দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে॥

কলিযুগে গঙ্গাতীরে দয়ালু সঙ্কীর্ত্তনকারী সুদীর্ঘ অঙ্গ গৌরাঙ্গ স্বরূপে প্রকট হইব।

নরহরি দাস বাক্যম্—

চৈতন্যং ভক্তি নৈপুণ্যং শ্রীকৃষ্ণোভগবান স্বয়ং।

দ্বয়ো প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে॥

ব্রহ্মরহস্যে—নারদবাক্য—

"কৃষ্ণচৈতন্য ইত্যেতদ্ নাম্নাং মুখ্যতমং প্রভোঃ।

হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনাম ফলং লভেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর এই মুখ্য নাম মনুষ্য হেলায় একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে সকলনামের ফল লাভ করে।

তথা—বিষ্ণুযামলে—

কৃষ্ণচৈতন্য নাম্না যে কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।

নানাপরাধ মুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ॥

সুকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সকল কীর্ত্তন করিয়া নানা প্রকার অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকল জগতকে পবিত্র করে।

শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ৫ম তরঙ্গে গৌরঅবতার শ্লোকাদি

অথর্ব্ববেদে অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদে—

ওঁ যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান পুণ্য পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

সাধক যখন কর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বগুণ কর্ত্তা অধীশ্বর, ঈশ্বর, ব্রহ্মের কারণস্বরূপ, সুবর্ণবর্ণ পুরুষোত্তম বিগ্রহকে নিজ বাস্তব কল্যাণ হেতু রূপে দর্শন করেন। তখন তিনি বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পুণ্য পাপজনিত সর্ব্ববিধ কর্ম্মগতি দূরে পরিহারপূর্বক সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত পরম সমদর্শন লাভ করেন।

—তথাহি অথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—

ইতোঽহং কৃতোসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বান স্তীরস্থোঽলকানন্দায়াঃ কলৌ চতুঃ সহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্তো ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত—যোগে স্যামিতি॥

অথর্ববেদ শাখান্তর্গত উপনিষদের তৃতীয় প্রকরনে ব্রহ্মবিভাগ নিরূপনের পরে কথিত আছে—আমি স্বয়ং ভগবান মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈত আচার্য্য কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় চারিসহস্র বৎসর পর পঞ্চসহস্র বৎসরের মধ্যে এই গোলোকধাম হইতে পৃথিবীস্থ নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে গৌরবর্ণ চারিহস্ত পরিমিত আয়তদেহ মহাপুরুষের সমগ্র বত্রিশ লক্ষণযুক্ত মিশ্রপদবীধারী ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইব। তখন মহাভাগবতের সকল সদগুণে ভূষিত বৈরাগ্যযুক্ত, নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তি যোগতত্ত্বজ্ঞ। নিজ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-রসাস্বাদক সন্ন্যাসী হইব।

—তথাহি—অথর্ববেদে পুরুষবোধন্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য।
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য সহস্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি॥

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতেমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌযুগে প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্ণো ভূত্বা স্বং নিজজনাম্ অনুশিক্ষয়তি হরেকৃষ্ণাদি উপদিশতি॥

অথর্ব্ববেদে পুরুষ বোধনীতে—প্রথম বৈবস্বতমন্বন্তরে গৌরবর্ণ ভগবান নিজ হ্লাদিনী শক্তির সহিত এক হইয়া কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যার স্বীয় পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়া নিজগণকে হরেকৃষ্ণাদি নাম শিক্ষা প্রদান করেন।

তথাহি—উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান॥

হে ব্রাহ্মণ! আমিই কোন সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কলিতে পাপে বিনষ্ট লোককে হরিভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকি।

— —

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গৌর আরাধনা

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের অঙ্গে মলয়জ চন্দন প্রদান করিয়া নীলাচলে চতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন করেন। তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব করানের জন্য ঝারিখণ্ডের বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক হ্রদের পশ্চিম-পাড়ে এক তরুবরের শিকড়ে নির্ম্মিত পূর্বদ্বার বিশিষ্ট অকল্পিত ঘরে বসিয়া ভজনে নিরত হইলেন। সেই সময় শ্রীগৌরসুন্দর মাধবেন্দ্র পুরীকে দর্শন প্রদান করিয়া যে প্রেমভক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে শ্রীচূড়ামনি দাসের শ্রী:গৌরাঙ্গ বিজয় গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"মাধবেন্দ্র জপ করে হ্রদের উপরে। নিত্যনব অনুরাগ নিত্য নিত্যাদরে॥
কল্পতরু জল মহাসিদ্ধ পীঠস্থান। ভোয়ামৃত হ্রদবর চৌকাছ মোহান॥
কার শাপে কল্পদ্রুম ছাড়ি নিজস্থান। অজন কাননে রহি হইয়া আদান॥

* * * *

তার মূল তলে জপঘর অকল্পিত। পুরব দুয়ার শিয়ার চারিভিত॥
প্রেমভরে জপ করে পুরী ভাগ্যরাশি। যার জপরসে বস শ্রীকৃষ্ণ বিলাসী॥
তন্দ্রায় কহয়ে কৃষ্ণ মাধবেন্দ্র পুরী। মাগবর মাগবর মনস্থির করি॥
জপরস অভিলাষ বুলে ঘর বেড়ি। চলিবারে নারে কৃষ্ণ মাধবেন্দ্রে এড়ি॥

তন্দ্রায় সাক্ষাতে তাকে. তাকে তরুডালে।
মাধবেন্দ্র বলে ধন্ধ বিভীষিকা ছলে॥

জপরসে হরিযে সম্মুখেতে আসি। তরুন করুন ধরি ফুকবিল বাঁশী॥
বরসাধে নিরবাধে প্রসারি অঞ্জলি। জগদন্ধয়ে কলি যানি জ্বালাবলি॥

শ্রীকৃষ্ণ বর প্রদানের মাধ্যমে প্রেমশক্তি সঞ্চার করতঃ আপনার লীলাতত্ত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন—

"তোর যশ ঘুষিবেক এ মহী ভিতরে। মোর জন্ম করাইলে শচীর উদরে॥
এইরূপ দেখাইল তোর বিজ্ঞান। পরম আনন্দে বহ পরম করিয়া ধেয়ান॥

এইভাবে অষ্টমাস অতিবাহিত হইলে পরমানন্দ পুরী আদি সপ্ত শিষ্য তথায় উপনীত হইয়া যোগপট্ট চাহিলে মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করতঃ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণভক্তি দীক্ষা প্রদান করিলেন।

"সভাতে করাই দীক্ষা শুভদৃক্পাতে। সভার হৃদয়ে হয়ে কৃষ্ণভক্তি যাতে॥

কতদিনে শ্রীগৌর সুন্দর নবদ্বীপে আবির্ভূত হইলেন। প্রভুর চূড়াকরন কালে মাধবেন্দ্র পুরী আহুত হইয়া নবদ্বীপে পেঁাছিলেন। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীগৌর সুন্দর একদা মাধবেন্দ্র পুরীকে আপনার লীলা রহস্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলিলেন—

"শুন ওহে মাধবেন্দ্র কহো সাবধারে।
তোমা লাগি জন্মিয়াছে নদীয়ানগরে॥

গলিত পত্র হ্রদের জলে কচালিয়া। তাখাইয়া জপকৈলে ঝারিখণ্ডে গিয়া॥
জপবশে তোমাপাই সদয় বেভাব। করুনআদরে দেখাদিনু তিনবার॥
যে বলিলে তা করিনু ইথ নাহি আন। এখনে যে কহো কিছু কর অবধান॥

এইভাবে মাধবেন্দ্রপুরী ঝারিখণ্ডের তীরে গলিত বৃক্ষপত্র হ্রদজলে ধৌত করতঃ ভক্ষন পূর্বক গৌর আরাধনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে পৃথিবীতে আবির্ভূত করাইলেন।

—

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৌর আরাধনা

অদ্বৈত প্রভু কৈশোর বয়সে যখন তীর্থভ্রমনে বাহির হন, তখন উড়ুপতীর্থে মাধবেন্দ্র পুরীসহ মিলিত হন। সেই সময় মাধবেন্দ্রপুরী অদ্বৈত প্রভূকে অনন্ত সংহিতা দেখাইয়া কলি গৌর আবির্ভাবের কাহিনী বলেন এবং শান্তি পুরে আসিয়া গৌর আরাধনার নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুকাল পরে অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া গঙ্গাজল তুলসী যোগে সুরধনীতীরে গৌর আবির্ভাব করণের জন্য তপস্যায় ব্রতী হইলেন। আচার্য্যের তপস্যা বিষয়ে পদকর্ত্তার বর্ণন যথা—

"জয় জয় অদ্ভুত সোপহুঁ অদ্বৈত সুরধনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে প্রেমে নদী বহে বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে ঘন গরজনে উঠে জোরে জোরে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি কাঁদে ফুলিফুলি দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত হুঙ্কারে সুরধনী তীরে আইলা নাগর রাজ।
তাহার পীরিতে আইলা ত্বরিতে উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় শ্রীসীতানাথ করল বৈকত নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ হিয়ার মাঝারে ধরি॥

এইভাবে প্রেম অনুরাগে অদ্বৈত প্রভু তপস্যায় ব্রতী হইলেন। কতকাল তপস্যার পর গৌর আবির্ভাবের ইঙ্গিত তার হৃদয়ে জাগরিত হইল। তাই এক লীলার প্রকাশ করিলেন।

অদ্বৈত প্রকাশ—১০ অধ্যায়।

"একদিন শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাস্নান করি। হুঙ্কার করয়ে ঘন বলি হরি হরি॥
মনে ভাবে কবে উদয় হইব গৌরাঙ্গ। দেহপ্রান জুড়াইব পাঞা তার সঙ্গ
তবে গাঢ় নিষ্ঠায় পুষ্পতুলসীর দল।
কৃষ্ণ পাদোদ্দেশে দিলা আর গঙ্গাজল॥
আচার্য্য হুঙ্কারে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত মন।

এক পুষ্পাঞ্জলি ইচ্ছায় কৈলা আকর্ষণ ॥
পুষ্পাঞ্জলি উজাইতে দেখি সীতানাথ।
কৃষ্ণ কৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ ॥

অদ্বৈত প্রভু গৌর আবির্ভাব চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলসহ এক পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় প্রদান করিলেন। পুষ্পাঞ্জলি উজান বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া কৌতুহলাক্রান্ত অদ্বৈত প্রভু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাতে চলিলেন। হরিদাস ঠাকুরও মহানন্দে পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন। পুষ্পাঞ্জলী নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে পৌঁছিয়া স্নানরতা জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীদেবীর অঙ্গে মিলিত হইল। অদ্বৈত প্রভু ভাবিলেন ইহার গর্ভেই আমার প্রভুর আবির্ভাব ঘটিবে। সেসময় শচীদেবী গর্ভবতী ছিলেন। স্নান সারিয়া তীরে উঠিতেই অদ্বৈত গর্ভপরীক্ষার জন্য তাহাকে প্রণাম করিলেন। সাধারণ গর্ভ হেতু তৎক্ষণাৎ গর্ভপাত হইল। এইভাবে অদ্বৈত প্রণামে পর পর আটটি গর্ভপাত ঘটিল। তখন বংশরক্ষার জন্য শচী জগন্নাথ মিশ্র অদ্বৈতের শরণাগত হইলেন। তারপর একদিন প্রভু জগন্নাথ মিশ্রভবনে গিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে চতুরাক্ষর গৌর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তাহার কতদিন পরে বিশ্বরূপের আবির্ভাব ঘটিল. তারপর গৌর আবির্ভাব কারণের জন্য অদ্বৈত আকুলপ্রাণে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় ব্রতী হইলেন।

অদ্বৈত প্রকাশ—১০ অধ্যায়

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র নিতি কৃষ্ণ পূজান্তরে। আইস গৌরহরি বলি করয়ে হুঙ্কারে ॥
অদ্বৈত হুকার কৃষ্ণাকর্ষি মহামন্ত্র। তাহে কৃষ্ণের মন চঞ্চল হইল একান্ত ॥
পূর্বসত্য স্বীকারিয়া নদীয়া নগরে। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ সদয় অন্তরে ॥
শচীগর্ভ দুগ্ধার্ণবে গৌরচন্দ্রোদয়। বুঝিলা আচার্য্য শরীর শ্রীঅঙ্গ ছটায় ॥

একদিন অদ্বৈত প্রভু গঙ্গাগহ্বরে বসিয়া গঙ্গাতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আরোপ করতঃ তুলসীচন্দন ও পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিয়া তিন পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। এই পুষ্পাঞ্জলি পূর্ব্ববৎ উজান করিয়া শচীদেবীর অঙ্গে স্পর্শ করিল। এইবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারন পূর্বক

ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করিয়া ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সিংহরাশি সিংহলগ্নে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শচীমাতার গর্ভ হইতে প্রকট হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব লীলা রহস্য

(শ্রীঈশাননাগর কৃত শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের দশম অধ্যায় হইতে সংগৃহীত)

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় সীতা নাথ। জয় নিত্যানন্দ রাম ভক্তগণ সাথ॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গাস্নান করি। হুঙ্কার করয়ে ঘন বলি হরি হরি॥

মনে ভাবে কবে উদয় হইবে গৌরাঙ্গ।
দেহ প্রাণ জুড়াইব্যও পাঞা তার সঙ্গ॥
তবে গাঢ় নিষ্ঠায় পুষ্প তুলসীর দল।
কৃষ্ণ পদোদ্দেশে দিলা আর গঙ্গা জল॥
আচার্য্য হুঙ্কারে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত মন।
এক পুষ্পাঞ্জলি ইচ্ছায় কৈলা আকর্ষণ॥
পুষ্পাঞ্জলি উজাইতে দেখি সীতানাথ।
কৃষ্ণ কৃপা মানি ধাঞা চলে তার সাথ॥

হরিনাম স্মরি হরিদাস পিছে ধায়। পুষ্পাঞ্জলি উপনীত হৈল নদীয়ায়॥
প্রভু কহে শুন অরে প্রিয় হরিদাস। এই গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র হইব প্রকাশ॥

শ্রীঅনন্ত সংহিতারে যেই সিদ্ধ বাক্য।
তাহার সত্যতা আজি হইল প্রত্যক্ষ॥
হেনকালে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিনী।
শ্রীযশোদারূপা নাম শচী ঠাকুরাণী॥
গঙ্গা স্নানে আইলা তিঁহো ছিল গর্ভবতী।
সেই পুষ্পাঞ্জলি তান অঙ্গে হৈলা স্থিতি॥

শচীভাবে আজু কিবা অমঙ্গল হৈল।
ঠেলিতেহ পুষ্প আসি অঙ্গেতে উঠিল॥
তবে শচী ঝাট স্নান করি তটে আইলা।
প্রভু ভাবাবেশে কৃষ্ণ মাতারে চিনিলা॥
গর্ভ লক্ষণ দেখি তান প্রভু মনে ভাবে।
এই গর্ভে কৃষ্ণচান্দ্রের প্রকট সম্ভবে॥
তার পরীক্ষার্থ গর্ভে দণ্ডবৎ কৈলা।
সাধারণ গর্ভ হেতু গর্ভপাত হইলা॥
সুদুঃখিতা হঞা শচী গর্ভ পরিহরি।
নিজ ঘরে গেলা ঝাট গঙ্গা স্নান করি॥
গৃহিনীরে ম্লান দেখি কহে মিশ্ররায়।
কাহে আজি সকাতরা দেখি গো তোমায়॥
শচী কহে, কাঁহা হৈতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আইলা।
দণ্ডবৎ মাত্রে মোর গর্ত্তপাত কৈলা॥ জগন্নাথ কহয়ে নিমিত্ত মাত্র নর।
বস্তুতঃ সকল কার্য্যের কারণ ঈশ্বর॥ শোক ছাড়ি নারায়ণের করহ স্মরণ।
যাঁহা হৈতে হয় সর্ব্ব বিঘ্নের দমন॥ হেথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মনে বিচারিয়া।
নবদ্বীপ টোল কৈলা গৌরাঙ্গ লাগিয়া॥ সেই নদীয়ায় যত পণ্ডিত সজ্জন।
প্রভুরে প্রধান বলি করিলা গমন॥ পণ্ডিত শ্রীবাস ঠাকুর নারদাবতার।
প্রভু সঙ্গে হৈল তান আনন্দ অপার॥
দিনে প্রভু ছাত্র পড়ায় গীতা ভাগবত।
কভু বেদ স্মৃতি পড়ায় ছাত্রের অভিমত॥
রাত্রে হরিদাস সঙ্গে করিয়া মিলন।
উচ্চৈঃস্বরে করে হরির নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভূর দেখি অলৌকিক কার্য্য।
তাঁর স্থানে মন্ত্র লৈলা বিষ্ণুদাসাচার্য্য॥
শ্রীমদ্ভাগবত তিহোঁ পড়ে প্রভুর স্থানে।
অনেক বৈষ্ণব আইলা সে পাঠ শ্রবণে॥

নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীমান বাসুদেব দত্ত।
প্রভু স্থানে মন্ত্র লঞা হইলা কৃতার্থ॥
বহু শিষ্য লঞা প্রভু করে কৃষ্ণালাপ।
কভু প্রেমোন্মত্ত হঞা কহয়ে প্রলাপ॥
জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর গর্ভগণ।
অদ্বৈতের প্রণামে ক্রমে হইল পতন॥
ক্রমে অষ্টম গর্ভপাতে সুদুঃখিত হঞা।
শচী জগন্নাথ মিশ্রে কহয়ে কান্দিয়া॥
সর্ব্বনাশ হৈল অদ্বৈতের পরনামে।
কি মতে রহিবে বংশ করহ বিধানে॥
তাহা শুনি শান্ত শুদ্ধ মিশ্র দ্বিজবর।
ব্যগ্র হঞা আইলা যাঁহা অদ্বৈত ঈশ্বর॥
প্রভুকে প্রণাম করি নানাস্তব কৈলা।
প্রভু আশীষ করিয়া মিশ্রে বসাইলা॥

প্রভু কহে, কি লাগিয়া আইলে মোর পাশে।
মিশ্রবর জোড় করে কহে মৃদুভাষে॥
তুয়া শ্রীচরণে মুই লইনু শরণ। অপরাধ থাকে যদি করহ মার্জ্জন॥
দয়া করি প্রভু মোর দেহ এই ভিক্ষা।
মো হেন অভাগার হয় যৈছে বংশ রক্ষা॥
প্রভু কহে এবে তুঁহু যাহ নিজ ঘরে।
যে হয় বিধান মুঞি কহিমু তোঁহারে॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা মিশ্র নিজ গৃহে গেলা।
প্রভু আশ্বাস বাক্য শচীরে কহিলা।
পরদিন মোর প্রভু প্রাতঃকৃত্য সারি।
জগন্নাথ মিশ্র গৃহে গেলা ত্বরা করি॥
প্রভুর আগমন দেখি মিশ্র দ্বিজবর।
দন্তে তৃন করি গেলা তাহান গোচর॥

দণ্ডবৎ করি দিলা বসিতে আসন।
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া তাঁরে করিলা পূজন॥
তবে শচীদেবী আসি করিলা প্রণতি।
প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী॥
শুনি মহানন্দে কহে মিশ্র দ্বিজরাজ।
যাহে তুয়া বাক্য রহে কর সেই কাজ॥
প্রভু কহে এই মন্ত্র পাইনু স্বপনে।
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দুহুঁ জনে॥
সর্ব্ব অমঙ্গল তবে অবশ্য খণ্ডিবে। পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে॥
আজ্ঞা শুনি আইলা দোঁহে করিয়া সিনানে।
তবে প্রভু যথাবিধি পূজি নারায়ণে॥
দোঁহাকারে মন্ত্র দিলা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌর গোপাল মহামন্ত্র॥
মন্ত্র পাঞা দোঁহাকার হৈল ভাবোদগম।
প্রভুরে প্রণমি করে সদৈন্য স্তবন॥
'কৃষ্ণেমতিরস্তু' বলি প্রভুবর দিলা। ভোজন করিয়া তবে নিজ স্থানে গেলা॥
দিন কত পরে শচীর হৈল গর্ভাধান। তাহে প্রকটিল বিশ্বরূপ গুণধাম॥
মহাসঙ্কর্ষণ বলি প্রভু যাঁরে কয়। তাহান মহিমা চতুর্ম্মুখ না জানয়॥
আজন্ম বৈরাগ্য জ্ঞান লোকে চমৎকার।
আচার্য্যের সঙ্গে কৈলা ধর্ম্মের প্রচার॥
এবে কহি মহাপ্রভু চৈতন্যাবতীর্ণ। যাহা শ্রবন মাত্রে জীব হয় মহাধন্য॥
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র নিতি কৃষ্ণ পূজান্তরে।
আইস গৌরহরি বলি করয়ে হুঙ্কারে॥
অদ্বৈতের হুঙ্কার কৃষ্ণাবাধি মহামন্ত্র।
তাহে কৃষ্ণের মন চঞ্চল হইল একান্ত॥
পূর্ব্ব সত্য স্বীকারিয়া নদীয়া নগরে। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ সদয় অন্তরে॥
শচীগর্ভ দুগ্ধার্ণবে গৌরচন্দ্রোদয়। বুঝিলা আচার্য্য শচীর শ্রীঅঙ্গ ছটায়॥

একদিন প্রভু পশি গঙ্গার গহ্বরে।
তুলসী চন্দন পুষ্পে কৃষ্ণে পূজা করে॥
গঙ্গাতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আরোপ করিয়া।
তিন পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় দিলা ভাসাইয়া॥
কৃষ্ণেচ্ছায়ে পুষ্পাঞ্জলি যায় দ্রুতগতি।
পূর্ব্বমতে শচীদেবীর অঙ্গে কৈলাস্থিতি॥
দেখি চমকিয়া শচীভাবে দুঃখ মনে।
পুনঃ কে ফুল পাঠাইলা করিয়া গেয়ানে॥
তবে ঝাট তুলসী কুসুম ঠেলি ফেলি।
তীরে উঠে রাম নারায়ণ হরি বুলি॥
তাহা দেখি হৈল প্রভুর দিব্য প্রেমোদগার।
গৌর হরি বলি ঘন ছাড়য়ে হুঙ্কার॥
শ্রীশচী মাতারে তবে প্রভু সীতানাথ।
প্রদক্ষিণ করি গর্ভে কৈলা দণ্ডবৎ॥

শচী কহে রহরহ আচার্য্য ঠাকুর। ইথে মোর অপরাধ হইল প্রচুর॥
পূর্বে প্রণমিয়া গর্ভগণ বিনাশিলা। কহ প্রভু পুন কাহে শিশুে প্রণমিলা॥
এত কহি শচী তানে দণ্ডবৎ কৈলা। আশীষ করিয়া প্রভু শচীরে কহিলা॥
আর ভয় নাঞি মাগো এ সত্য বচন। এই গর্ভে কৃষ্ণসম হইব নন্দন॥

তাহা শুনি মহানন্দে শচী ঘরে গেলা।
প্রভু প্রেমোন্মত্ত হঞা হরিধ্বনি কৈলা॥

তবে শচীদেবীর পূর্ণ হৈল দশ মাস। তথাপি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নহিল প্রকাশ॥
ক্রমেতে দ্বাদশ মাস অতীত হইল। জগন্নাথ মিশ্র আদি মহাত্রাস পাইল॥

শচীর জনক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তেঁহো সাক্ষাৎ গর্গমূর্ত্তি॥

গণনা করিয়া তিঁহো কহে সভা মাঝে। এই গর্ভে এক মহাপুরুষ বিরাজে॥
ত্রয়োদশ মাসে সেই লভিবে জনম। যবে একত্রিত হৈব সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
ইহার প্রকটে জীবের হৈব সুমঙ্গল। তাহা শুনি সর্বজন আনন্দে ভাসিল॥

স্ফটিকের স্তম্ভে নৃসিংহাবির্ভাব যৈছে।
শচীগর্ভে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তৈছে॥
স্বয়ং ভগবানের নাহি মায়ার সম্বন্ধ। যিহোঁ প্রেম রত্নাকর শ্রীসচ্চিদানন্দ॥
যাঁহা জ্ঞান বাসস্থান তাঁহা বৃন্দাবন।
জীব নিস্তারিতে তনু করে প্রকটন॥
তার মাতাপিতা আদি বান্ধব চিন্ময়। ধামাদি চিন্ময় সবে সদানন্দ ময়॥
জীব ধর্ম্মে হয় ভান ভাব দুঃখাভাস। কৃষ্ণপ্রকট কারণে সবার প্রকাশ॥
তিন বাঞ্ছা মনে করি শ্রীনন্দনন্দন। শ্রীরাধার ভাবকান্তি করিয়া গ্রহণ॥
স্বয়ং গৌররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ। শুদ্ধ প্রেম বিতরিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥
চৌদ্দ শত সাত শকেরফাল্গুনী পূর্ণিমা।
সেই দিনে রাহু আসি গ্রাসিলা চন্দ্রমা॥
সিংহ রাশি সিংহ লগ্নে সর্ব্ব শুভযোগে।
পৃথিবী পুলকিত কৈল কৃষ্ণ অনুরাগে॥
সন্ধ্যায় চিন্ময় হরিনাম বলাইঞা। শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হৈলা গৌরাঙ্গ হইঞা॥
একে কৃষ্ণের দোলোৎসবে জগতে আনন্দ
তাহে চন্দ্র গ্রহণে হইল মহানন্দ॥
কেহ করে দান ধ্যান হঞা ব্রহ্মচারী।
কেহ নাচে কেহ গায় বলি হরি হরি॥
মহা প্রভুর আবির্ভাবে প্রভু নিত্যানন্দ।
রাঢ়ে রহি প্রেম গর্জ্জে যৈছে মেঘ বৃন্দ।
শ্রীগৌরাঙ্গ অঙ্গআভা স্বর্ণ ইন্দু তুল।
পীতবর্ণ জ্যোৎস্নায় সূতিগৃহ কৈলা আলো॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন। সেই রূপের লব মুঞি বর্ণিতে অক্ষম॥
অলৌকিক রূপ দেখি শচী মোহ হৈলা।
জগন্নাথ বিষ্ণুবুদ্ধে স্তব আরম্ভিলা॥
তাহা দেখি গৌরচন্দ্র মায়া বিস্তারিলা।
তাহে দোঁহাকার পুত্র বুদ্ধি উপজিলা॥

কৃষ্ণ আবির্ভাবে জীবের হইল আনন্দ।
প্রেমানন্দে ডুবিলা শ্রীভাগবত বৃন্দ॥
শ্রীঅদ্বৈত জানি কৃষ্ণচৈতন্যাবতীর্ণ।
হুঙ্কার ছাড়য়ে আপনারে মানি ধন্য॥
হরিদাস আদি করে নাম সংকীর্ত্তন।
কেহ নাচে প্রেমে কেহ হৈল অচেতন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মমাত্তে মহাযোগী প্রায়।
নয়ন মুদিয়া রৈল দুগ্ধ নাহি খায়॥
তাহা দেখি শচীদেবী কান্দিতে লাগিলা।
জগন্নাথ মিশ্র আদি মহাদুঃখী হৈলা॥
হেনকালে মোর প্রভু আচার্য্য গোসাঞি।
নিজ প্রভু দেখিবারে আইলা সেই ঠাঞি॥
প্রভুরে দেখিয়া মিশ্র দণ্ডবৎ কৈলা।
শোকের কারণ প্রভু তাহানে পুছিলা॥
মিশ্র কহে প্রভুবর তুঁহু সর্ব্বজান। পুত্রধন দেখাইয়া পুন কৈলা আন॥
প্রভু কহে মিশ্রবর খেদ না করিহ।
ভাল হৈব শিশু সত্য না কর সন্দেহ॥
এত কহি প্রভু সূতি গৃহান্তিকে গেলা।
প্রভু পদ ধরি শচী করি কান্দিতে লাগিলা॥
আচার্য্য কহেন মাগো না কর ক্রন্দন।
দূরে যাও ভাল হৈব তোমার নন্দন॥
গুরু আজ্ঞায় শচীমাতা কিছুদূরে গেলা।
প্রভু মহাপ্রভু স্থানে উপনীত হৈলা॥
প্রেমে ডগমগ অঙ্গ অদ্বৈত দেখিয়া।
গৌররূপী শ্রীগোবিন্দ উঠিলা হাসিয়া॥
স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণে নিরখিয়া।
আচার্য্য বিশুদ্ধ প্রেমে রহিলা ডুবিয়া॥

কথোকথনে শ্রীঅদ্বৈতের বাহ্য স্ফূর্ত্তি হৈল।
দণ্ডবৎ করি করপুটে নিবেদিল॥
অহে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল।
তুয়া লাগি ধরাধামে এ দাস আইল॥
কলুষ দর তিমির পুরিল সংসার। ঐছন নেহারি ভেল ভয়ের সঞ্চার॥
তেঞিঃ ভয় ভঞ্জন তোমারি দরশনে।
উৎকণ্ঠিত হঞা ছাড়ি নিজ নিকেতনে॥
দেশে দেশে তোমা চাহি চাহি বেড়াইনু।
মোহর করম দোষে দেখা না পাইনু॥
এতদিনে মোর মনের অভীষ্ট পূরিল।
গোকুল চাঁদ নবদ্বীপে উদয় হইল॥
গৌর কহে মুঞিঃ ভক্তবশ্য চিরদিন। মোর প্রকটা প্রকট ভক্তের অধীন॥
শ্রীঅদ্বৈত কহে যদি আইলা ভুবনে।
কৈছে দুগ্ধ নাহি খাও কহ মোর স্থানে॥
মহাপ্রভু কহেন শুনহ পঞ্চানন। অনুরাগে মাতি বিধি হৈলা বিস্মরণ॥
মন্ত্র প্রদানের অগ্রে হরিনাম দিবে।
কর্ণ শুদ্ধি হয় সিদ্ধ নামের প্রভাবে॥
অশুদ্ধ কর্ণেতে যদি মহামন্ত্র লয়। অসম্পূর্ণ দীক্ষা সেই জানিহ নিশ্চয়॥
মাতা দীক্ষা হৈলা না শুনিলা হরিনাম।
তেঞিতান দুগ্ধ মুঞিঃ নাহি কৈলো পান॥
প্রভু কহে, কহ হরি নামের বিধান। মহাপ্রভু কহে নিত্যসিদ্ধ ষোল নাম॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
যদ্যপি আচার্য্য এই ষোল নাম জ্ঞাত
গৌর মুখচ্যুৎ শুনি হৈলা প্রেমোন্মত্ত॥
তবে প্রভু ভাগ্যমানি গৌরে লঞা কোলে।
ধীরি ধীরি চলি গেলা নিম্ব তরুমূলে॥

তাঁহা গৌরে শোয়াইয়া বোলে হরি হরি।
গৌরপদ স্পর্শে সেই বৃক্ষ গেল তরি॥
শচীরে বোলাএগা প্রভু হরিনাম দিলা।
পূর্ব্বদত্ত মন্ত্র পুনঃ স্মৃতি করাইলা॥
তবে প্রভু গৌরে আনি শচীর কোলে দিলা।
মহাপ্রভু মাতৃ দুগ্ধা মৃত পান কৈলা॥
তাহা দেখি শচীমাতা আনন্দে ডুবিলা।
মিশ্র আদি সভে হর্ষে হরিধ্বনি কৈলা॥
দ্বিজ দ্বিজ পত্নীগণ আশীর্বাদ কৈল।
প্রভু কহে ইহার নাম নিমাঞি রহিল॥
তবে হরি বলি হুঙ্কার ছাড়ি সীতানাথ।
সভে কহে এই বুড়া স্বয়ং বৈদ্যনাথ॥
প্রভু কহে মিছা মোরে প্রশংসহ কেনে।
এই শিশু ভাল হইলা নিম্ববৃক্ষ গুণে॥
নিম্ব বৃক্ষের যতগুণ কে কহিতে পারে।
যাহার ছায়াতে জীবের সর্বব্যাধি হরে॥
যাহার গন্ধেতে পালায় ডাকিনী শাকিনী।
যার মূলে বিরাজিত দেব চক্রপানি॥

এত কহি সীতানাথ লঞা ভক্তগণ। নিশি গোঙাইলা করি নাম সংকীর্ত্তন॥

* * *

ক্ষুদ্র মুঞি অপার গৌরলীলার কিবা জানি।
তার সূত্র লিখি যেই প্রভু মুখে শুনি॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত পদে যার আশ।
নাগর ঈশান কহে অদ্বৈত প্রকাশ॥

—

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গে প্রকট করাইয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈত জীবের পরিত্রান কারনে এক অভিনব বৈচিত্র পরিস্ফুট করিলেন। গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে সুরধুনী তীরে আবাহন করে নিতাই গৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রকট করাইয়া নামে প্রেমে জগত ধন্য করিয়াছেন—এই প্রেমলীলার বৈচিত্র পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ দাস পদাবলীর মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

শান্তিপুরের বুড়ামালি বৈকুণ্ঠ বাগান খালি
করিয়া আনিল এক চারা।
নিতাই মালিরে পায়া চারা তার হাতে
যতনে রোপিতে কৈল নাড়া॥
নদীয়া উত্তর স্থান তাহাতে করি উদ্যান
রোপিল চৈতন্য কল্পমালী।
বাড়ে তরু দিনে দিনে শাখা পত্র অগননে
গজাইল যত্নে জল ঢালী॥
পাইয়া ভকতি জল নাম প্রেম দুই ফল
প্রসবিল সে তরু সুন্দর।
সেই দুই ফলের আশে জীব পাখী নিত্য আসে
কোলাহল করে নিরন্তর॥
আনন্দে নিতাই মালী লইয়া মাথায় ডালী
দুই ফল সবারে বিলায়।
নাহি জাতি ভেদাভেদ সবার মিটল খেদ
ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥
ধর লও লও বলি আনন্দে নিতাই মালী
আচণ্ডালে ফল বিলাইল।
যেই চায় সেই পায় যেবা চাহে সেই পায়
যবনে ও ফল আস্বাদিল॥
কি মোর করম ফেরে না হেরিনু সে তরুরে
না চিনিনু সে মালী দয়াল।
কৃষ্ণদাস দুরাশয় দন্তে তৃন ধরি কয়
ধিক্ ধিক্ এ পোড়া কপাল॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বৈচিত্র

ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনবাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারণ পূর্বক রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে প্রকট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী শ্রীবিদগ্ধ মাধবগ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন যথা—

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুনায়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যাহা কোনকালে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রসে রসাল নিজস্ব প্রেমসম্পদ দিবার জন্য করুনা বশতঃ তিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বর্ণপুঞ্জের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ কান্তি উজ্জ্বল সেই শচীনন্দন হরি আমাদের হৃদয় কন্দরে সর্বদাই দীপ্তমান হউন।

এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদিখণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণন যথা—

"পূর্ণভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিন তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য ত্রেতা-দ্বাপর কলি চারিযুগ মানি।
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগমানি॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগে তাহার অন্তর॥

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য শৃঙ্গার চারিরস।
চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

দাসসখা পিতামাতা কান্তাগণ লয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হয়া

যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে পাই শক্তি॥
ঐশ্চর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্চর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্চর্য্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়া॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনে করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়াং—(৪৮)

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

সাধুদিগের পরিত্রান দুর্জ্জনের বিনাশ ধর্ম্মস্থাপন—এই তিন উদ্দেশ্যে যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমি বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানারঙ্গে॥

এতভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

এইভাবে রসিকশেখর নন্দাত্মক শ্রীকৃষ্ণ নিজবাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষে শ্রীরাধার ভাবকান্তি সম্বলিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর রূপে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে ব্রজপ্রেম সম্পদ প্রদান করিলেন। পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া নিজরস সপার্ষদে আস্বাদন করতঃ আচণ্ডালে বিতরন করিলেন। এতদ্বিবিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যথা—

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্তন রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্—
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্॥

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার অদ্বৈত, ভক্ত নামক শ্রীবাসাদি, ভক্তশক্তি গদাধরাদি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রনাম করি।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক শেখর॥
রাসাদি বিলাসী ব্রজ ললানানাগর।
আর যত সব দেখ তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সেই পরিকরগন সঙ্গে সব ধন্য॥
একলে ঈশ্বর তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
ভক্ত স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজনে।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণে॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব মধ্যে সবার গনন॥
গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গনন যাঁহার॥
যাহা সবা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার।
যাহা সবা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার॥
যাঁহা সবা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁহা সবা লৈয়া দান করেন প্রেমধন॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।

আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুন বাড়ে।
উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যবা সবারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগন।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥

ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকট হইয়া ব্রজ প্রেমসম্পদ আচণ্ডালে বিতরণ করিলেন।

গৌরাঙ্গের ব্রজপ্রেম বিতরনের পদ্ধতি বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন যথা—

মালাকার স্বয়ং কৃষ্ণ প্রেমকল্পতরু স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তু চৈতন্যমাশ্রয়ে॥
"প্রভু কহে—আমি বিশ্বম্বর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভরি।
এত চিন্তি কৈল প্রভু মালাকার ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান কর্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকর পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রুপিলাসিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেম পুর।
ভক্তি কল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥

পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্টদিগে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥

* * * *

বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম—আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার শাখা উপশাখা জগত ছাইল॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগন।
জগত ব্যাপিল তার নাহিক গনন॥
উড়ুম্বর বৃক্ষে যৈছে ফলে সর্বঅঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে॥
মূল স্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগনে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমপ্রচারের ভক্তি কল্পবৃক্ষের বীজ মাধবেন্দ্র পুরী, অঙ্কুর ঈশ্বরপুরী, পুরী—ভারতী আদি গুরুবর্গ, পরমানন্দ পুরী মধ্যমূল। আপনি গৌরাঙ্গ মূল বৃক্ষ হইয়া নিতাই-অদ্বৈত দুই স্কন্ধ প্রকাশ করিলেন। গদাধরাদির শাখা প্রশাখা ক্রমে অর্থাৎ শিষ্য পরম্পরায় অগনিত শাখা প্রশাখায় প্রেমফল প্রকাশ পাইল। ফল পক্ক হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ মালাকার আচণ্ডালে বিতরন লীলা আরম্ভ করিলেন। কলিপাপাহত জীব ব্রহ্মার বন্দিত প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া মহানন্দে উন্মত্ত হইলেন।

"এিজগতে যত আছে ধনরত্নমনি।
একফলের মূল্য করি তাহা নাহি গনি॥
মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিবমাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভেলে চতুর্দিশে।
দরিদ্র কড়ায়ে যায় মালাকার হাসে॥
মালাকার কহে—শুন বৃক্ষ পরিবার।

• • • •

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলে বা কতফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠায়া দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহো পায় কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম ইচ্ছামৃতে বৃক্ষসিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর।
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥

শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় পার্ষদগনে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, এই

অপ্রাকৃত প্রেমফল আমি একা কত বিতরন করিব। অর্থ্যাৎ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাত্র ছয় তীর্থভ্রমণ পূর্বক প্রেমধন বিতরণ করতঃ নীলাচলে নিজরস আস্বাদনে বিভোর রহিলেন। স্বীয় পার্ষদবর্গকে নির্দেশ দিলেন তোমারা আচণ্ডালে অযাচিতভাবে প্রেমবিতরণ কর। এই প্রেমধন লাভকরে জীবের ত্রিতাপ—জ্বালা নির্বাপিত হইয়া পরমানন্দে বিভোর হউক।

"এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার॥
যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্তলোক হইল সকল॥
মহামাদক প্রেমফল পেটভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহত হুঙ্কার।
দেখি আনন্দিত হৈয়া হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥
সর্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।
প্রেমে মত্তলোক বিনা নাহি দেখি আন॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ সপার্ষদে প্রেমদান করিয়া সর্বলোকে প্রেমোন্মত্ত করিল এবং শাখা উপশাখা ক্রমে প্রেম প্রচারের এক অলৌকীক লীলার প্রকাশ করিলেন। সেই অলৌকীক প্রেমদানের রহস্য ঠাকুর নরোত্তম তাহার হাট পত্তনের মাধ্যমে বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"কলিঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তার দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত চকোর তায় মধুপান কৈল।
অমিয় মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥

পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছাভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যতজন।
প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ পতিত পাবন॥
নদীনালা সব আসি হৈল একঠাঁই।
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি॥
পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকাপারা॥
সঙ্কীর্ত্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাতে ডুবিঞা রহিল॥
তৃনরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীর গনে।
ফাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন। হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ডদলন নাম নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারিরস কুঠরি পুরিয়া। হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন।
হাটকরি বেচ কিন যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছুদি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর॥
প্রেমের রমনী ভেল দাস নরহরি।

চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী ॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া ॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া। হাটমধ্যে বৈসে সব সদাগর হয়া ॥
দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তোল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর ॥
শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন। এইমত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তন রূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল ॥
দীনহীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া। নীলাচলে বাস কৈল সন্ন্যাস করিয়া ॥
তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থগোদাবরী ॥
হাট করি লেখাজোখা তুখার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া ॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার সওরি রূপ মোহর করিলা ॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন। প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন ॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপেরগন ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল ॥

সোহাগা মিশ্রিত কৈল রসপরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঁই তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরন কৈল॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥
এইসব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায়॥
শ্রীগুরু কৃপায় ইহা মিলিবে সর্বথা।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এইসব কথা॥

ঠাকুর নরোত্তম বিরচিত এই হাটপত্তনের প্রতিটি লাইন গৌরাঙ্গের প্রেমদান লীলার ক্রমবিন্যাসের অপূর্ব নিদর্শন। কলি পাপাচ্ছন্ন জীবের উদ্ধারের জন্য শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ঘটিল। পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ হইতে অদ্বৈত প্রেমপান করিলেন। অন্যান্য সকলে ঢালিয়া ঢালিয়া প্রেমরস পান আরম্ভ করিল। গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী নিতাই। নিতাইচাঁদের করুণায় জগতবাসী সুনির্ম্মল গৌরপ্রেমে উদ্ভাসিত হইল। প্রেমের সমুদ্র সদৃশ শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে প্রকট হইয়া নদীনালা সদৃশ বিভিন্নস্থানে আবির্ভূত আপন পার্ষদগনকে নবদ্বীপে আকর্ষন করিলেন। প্রেমসমুদ্রে নামাচার্য্য হরিদাস হরিনামের নৌকা আনিলেন। প্রেমদাতা নিতাই নৌকা লইয়া সাজিলেন হরিদাস দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। অর্থ্যাৎ গৌরাঙ্গ আদেশে প্রথমেই হরিদাসও নিত্যানন্দ নবদ্বীপে নামপ্রেম প্রচারে সূচনা করিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের ঢেউতে সমুদ্রে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইল। ভক্ত মকরগন সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া সমুদ্রে ডুবিল। পাষণ্ডীগণ তৃণরূপী হইয়া সেই সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল। যখন নিতাই চাঁদ প্রেম পাথারে নৌকা ছাড়িলেন তখন পতিত পাষণ্ডগণ কুল পাবার আশায় সেই নৌকায় উঠিলেন অর্থ্যাৎ নিতাইচাঁদের

অযাচিত করুনায় পতিত পাষণ্ডী সকলেই উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। চৈতন্যের ঘাটের উপর নিতাই হাটের পত্তন করিলেন। অর্থাৎ নবদ্বীপে শ্রীবাস-ভবনে পাষণ্ডদলন নিশান গাড়িয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস আরম্ভ করিলেন। মুরারি, মুকুন্দ, গদাধর, নরহরি, অভিরাম, গৌরীদাস, শ্রীবাস শিবানন্দ প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় লীলার সহায় করিতে লাগিলেন। এই-ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে প্রেমদান লীলা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের দর্পচূর্ণ, প্রতাপরুদ্রে কৃপা করিয়া রায় রামানন্দের কণ্ঠে কৃষ্ণপ্রেমলীলা তত্ত্বের ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। রূপসনাতনে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া ভক্তি শাস্ত্র রচনা করাইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দে সেইসকল ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করাইয়া গৌড়দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইলেন। এই তিনজন পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে গৌরাঙ্গের শুদ্ধপ্রেম দ্বারে দ্বারে বিতরন করিলেন। ব্রজগোপীর অনুগত মঞ্জরী ভাবাপন্ন ভজনের প্রবর্ত্তন করিলেন। গুরুরূপা-মঞ্জরীর অনুগত হইয়া গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীগুরু প্রনালীর মাধ্যমে ব্রজে প্রবীষ্ট হইবার পথ নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরী নির্দ্দেশেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীগুরুর কৃপাপ্রসাদেই এই সকল তত্ত্বের সন্ধান প্রদর্শিত হয়।

ব্রজবাসীর ভাবানুগত্য ব্যতিরেকে নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

"গোপী অনুগত বিনা ঐশ্চর্য্য জ্ঞানেতে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

শাস্ত্রে উল্লেখিত রহিয়াছে যে ব্রজ আনুগত্য বিহীন ভজন করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী ও নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাকে লাভের উপায় নির্দ্দেশ উপলক্ষ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে বাইশ পরিচ্ছে-দের বর্ণন যথা—

"লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করি শ্রবন কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজভীষ্ট কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীয় গণ।
রাগ মার্গে নিজ নিজ ভাবের গমন॥
এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি।
কৃষ্ণের চরনে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীতাঙ্কুরে রতিভাব হয়ে দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন।

—তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ—

"মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রানপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন॥
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখাশুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি করি মান করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

ব্রজগোপীর অনুগতশীল সদগুরুর আনুগত্য লইয়া তদনুকরনে সাধন

করাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ। এতদ্বিষয়ে ঠাকুর নরোত্তমের প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকার বর্ণনা যথা—

"যুগলচরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা রাগপথের এই যে উপায়॥
সাধনে যে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি অপক্কে সাধন গতি ভকতি লক্ষণ তত্ত্ব সার॥

শ্রীগুরুপ্রদত্ত প্রণালী তথা বয়স বর্ণ, বস্ত্র, সেবাদি গঠিত সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া শ্রীগুরু পরম্পরাক্রমে সিদ্ধস্বরূপ চিন্তা করিলে যূথেশ্বরী অর্থ্যাৎ সর্ব-আদি মঞ্জরীর মাধ্যমে মূল সখীর সমীপে পেঁছান যায়। তখন তাঁহার মাধ্যমে শ্রীরাধা গোবিন্দের দর্শন ও সেবাদি লাভ হয়। এই পরম চির-শাশ্বত নিত্যসিদ্ধ ভাবের পরিণতির পরকাষ্ঠা ঠাকুর নরোত্তমের বর্ণনে বিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

—তথাহি—প্রার্থনা—

"প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
এই নবদাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥

ᐤ ᐤ ᐤ ᐤ ᐤᐤ

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ, এই নবদাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহা বাক্য শুনি।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥

এইভাবে ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তিনবাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষ্যে সর্ব অবতারের সমস্ত পার্ষদগনসহ আবির্ভূত হইয়া ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে ভজন পথনির্দেশ

পূর্বক বিশ্ববাসীর ব্রজপ্রেমধন দানের পথ প্রশস্ত করিলেন। জীবজগত ব্রহ্মা বাঞ্ছিত ব্রজপ্রেম লাভে ধন্য হইল। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপার অবদান।

॥ শ্রী নাম মহিমা ॥

শ্রীশ্রীনাম মহিমা

কলিযুগ পাবয়াবতার শ্রীগৌরসুন্দর তিনবাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন করিলেন।

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।৩।৩৪—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যাং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ॥

সত্য যুগেধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে যাহা লভ্য হয় কলিকালে নাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথাহি—বৃহন্নারদীয় বচনং—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামেবমৈব কেবলম্।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যের নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অতএব শ্রীহরিনাম সংকীর্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। এই নামের ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে শ্রীশ্রীধ্যান গোস্বামী পদ্ধতি ধৃত শ্রীসনৎকুমার সংহিতার বর্নন যথা—

হরে কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণতাদৃক তথা হরে
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ হরে মনুঃ॥

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নামকীর্ত্তন করিবার জন্য নাগরীয়াগনকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীনাম মহিমা বিষয়ে মৎ প্রনীত "তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপও কীর্ত্তন বিধান" গ্রন্থে বিস্তারিত বর্নিত রহিয়াছে।

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যে ২৩ অধ্যায়।

"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহাজপ 'গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ই,থ বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ প্রবর শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রীচৈতন্য শতক গ্রন্থে বলিয়াছেন যথা—

বিষন্ন চিত্তান কলিঘোর ভীতান্ সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনাম মন্ত্রঃ।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ কুরুত্ব সঙ্কীর্ত্তনং নৃত্যৈ বাদ্যৈঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভূ ভক্তগণকে ঘোর কলিভীত ও বিষন্নচিত্ত দেখিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে নানাবিধ বাদ্য ও নৃত্য সহকারে সংকীর্ত্তন কর।

এই নামের উৎপত্তি ও তাৎপর্য্য বিষয়ে শ্রীচৈতন্য কারিকা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের বর্নন যথা—

নাম চিন্তামনি কৃষ্ণ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোভিন্নাত্মানাম নামিনঃ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ কভু মিথ্যা নয়।
নামে নিষ্ঠা হৈলে প্রেম হইবে উদয়।
শ্রীরাধিকা হইতে এই নাম প্রকাশ হয়।
তাহার প্রমান শুন শাস্ত্রে যাহা কয়॥

তথাহি —

কদাচিদ্বিরহে ক্ষিপ্তা ধ্যায়ন্তি প্রিয় সঙ্গমং।
বৃষভানুসুতাদেবী জল্পন্তীদং মুহুর্মুহুঃ॥

যেকালে শ্রীকৃষ্ণ গেলা মথুরানগরে।
বিচ্ছেদে কাতরা রাধা হরিনাম স্মরে॥

ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মাধুর্য্য ভাণ্ডার।
এই নাম স্মরে নেত্রে বহে জলধার॥

সেই ধারার ভাবকান্তি করিয়া ধারন।
এই নাম জপিয়া গৌরাঙ্গ উচাটন॥

নামে জপে মহাপ্রভু কান্দে অনিবার।
অনুক্ষণ হয় অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার॥

দশ দশা হয় প্রভুর সমুদ্রে পতন।
নামের মহিমা সব অদ্ভুত কথন॥

তথাহি—

শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণাঃ হরে কৃষ্ণেতি বর্ণিকাঃ।
মজ্জয়ন্তি জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তুস্তদাহ্বয়া॥

তথাহি—

সহোবাচ শ্রুতিশ্চাত্র জ্ঞেয়া সর্ব্বিবিশেষতঃ।
কলৌ যন্নাবদং প্রাহ হরে রামেতি নামবাঃ॥

তথাহি-শ্রীচৈতন্য কারিকা—৪র্থ অধ্যায়।

অল্পাক্ষরে হরিনামের অর্থ কহি শুন।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ এ সত্য বচন॥

অষ্টাভিসার অষ্ট হরে মাধুর্য্য লহরী।
চারি কৃষ্ণনাম বিপ্রলম্ভারসে মনহারী॥

চারি রাম চারি সম্ভোগ রসলীলা।
নামের অর্থ গোস্বামীরা অপার বর্নিলা॥
এইমাত্র কহিলাম না কহিলাম আর।
নামের মহিমা সব অনন্ত অপার॥

হরে— হে হরে ! মাধুর্য্য গুণে হরিলে যে নেত্র মনে
মোহন মূরতি দরশাই।
কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ আনন্দ ধাম মহা আকর্ষক ঠাম
তুয়া বিনা দেখিতে না নাই॥১॥
হরে— হে হরে ধৈরজ ধরি গুরু ভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলে চূর।
কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকর্ষিয়া আনি বলে
দেহগেহ স্মৃতি কৈলা দূর॥২॥
কৃষ্ণ— হে কৃষ্ণ কর্ষিত্তা আনি কাঞ্চলি কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ বিবিধছলে উজর কর্ষহ বলে
স্থির নহ অতি অনুরাগে॥৩॥
হরে— হে হরে আমারে হরি লৈয়া পুষ্পোতলোপরি
বিলাসের লালসে কাকুতি।
হরে— হে হরে গোপতবস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥৪॥
হরে— হে হরে বসন হর তাহাতে যেমন কর
অন্তরের হর যতবাধা।
রাম—হে রাম রমন অঙ্গ নানা বৈদগ্ধি রঙ্গ
প্রকাশি পূরাহ নিজ সাধা॥৫॥
হরে— হে হরে হরিতে বলি নাহি হেন কুতূহলি
সবার সে বামা না রাখিলা।

রাম— হে রাম রমনরত তাহাতে প্রকটিয়া কত

ক্বিনারস আবেশে ভাসাইলা ॥৬॥

রাম— হে রাম রমনশ্রেষ্ঠ মন রমনীয় শ্রেষ্ঠ

তুয়া সুখে আপন না জানি।

রাম— হে রাম রমন ভাবে ভাবিতে মরমে জাগে

সে রস মূরতি তনুখানি ॥ ৭ ॥

হরে— হে হরে হরন তোর তাহার নাহিক ওর

চেতন হরিয়া কর ভোরা।

হরে— হে হরে আমার লক্ষ হরসিংহ প্রায় দক্ষ

তুয়া বিনে কেও নাহি মোরা ॥ ৮ ॥

তুমি সে আমার প্রাণ তুমি বিনে নাহি জান ক্ষণেকে কল্পশত যায়।

সে তুমি আন গিয়া রহ উদাসীন হৈয়া

কহ দেখি কি করি উপায় ॥ ৯ ॥

অহে নবঘন শ্যাম কেবল রসের ধাম কৈছে রহ করি মন ঝোরে।

চৈতন্য বলয় যায় হেন অনুরাগ পায়

তবে বন্ধু মিলয়ে আদরে ॥ ১০ ॥

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য কর্ত্তৃক হরিনাম ব্যাখ্যা—

(শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল চতুর্থ অবস্থার দ্বিতীয় সংখ্যাধৃত)

তুলসী পিণ্ডির নীচে বসি হরিদাস।

এক এক অর্থ কহে প্রভু জানিয়া সন্তাস ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এহি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর নামমন্ত্র।

রাধাকৃষ্ণ সখী সখা হয়ে সব তন্ত্র ॥

হ— হ-কারঃ পীতবর্ণশ্চ সর্ববর্ণবরোত্তম।

জ্ঞানাজ্ঞান কৃতং পাপং হকারোদহতি ক্ষণাৎ ॥

রে— রে-কারো রক্তবর্ণঃ স্যাৎ গোপালেন নিরূপিতঃ।
গুর্বঙ্গনাকৃতং পাপংরেকারোদহতি ক্ষণাৎ ॥

কৃ— কৃকারঃ কজ্জলবর্ণঃ সংসার কৃত পাতকং।
গতি শক্তিরতি প্রেম্ম কৃ কারো জয়তি ক্ষনাৎ ॥

ষ্ণ— নানা রূপধরশ্চৈবষ্ণকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
ষ্ণ-কারোচ্চারনাদেব নরকাদুদ্ধারো ধ্রুবম্ ॥

রা— রা-কারো গৌরবর্ণশ্চ রসশক্তির্ভবেহক্ষরা।
রবিচন্দ্র সমোভাতি তমোরাশিং দহেৎক্ষণাৎ ॥

ম— ম-কারো জ্যোতি রূপাশ্চ নিরঞ্জন প্রদর্শিতঃ।
মিথ্যাবাক্য কৃতং পাপংমকারো দহতি ক্ষণাৎ ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গে ষোড়শ নামানি নিরূপয়েৎ ॥

—অথ=প্রকৃতি ভেদ

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চ চম্পকলতা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দু-রেখিকা ॥

শশিরেখা চ বিমলাপালিকানঙ্গ মঞ্জরী।
শ্যামলামধুমতী দেবী তথা ধন্যা চ মঙ্গলা ॥
এতাঃ প্রকৃতয়স্তাসাং মূল প্রকৃতিঃ রাধিকা ॥

ততঃ পৃথক পাঠঃ—

শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা ততঃ পরম্।
সুবলোহপার্জ্জনশ্চৈব কিঙ্কিনী-স্তোককৃষ্ণকৌ ॥
বরুথপোহংশুমাংশ্চ বৃষারির্ষভস্তথা।
দেবপ্রস্থরুদ্ধবশ্চ মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥

এহি শুন সখাময় তবে কৃষ্ণচন্দ্র।
এহি বত্রিশ সখাসখী রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র ॥

হরিনাম মহামন্ত্র সর্বসার তন্ত্র।

এহি জপ রাত্রদিবা এহি পরতন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রিদিনে।
জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এহি ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র।
রাধাকৃষ্ণ সখীসখা হয়ে সব তন্ত্র ॥
হরিনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রিদিনে।
জপিতে জপিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ॥

শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থে—৮ম পরিচ্ছেদের বর্ণন যথা—

মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাঁহার সেবক শ্রীগোপালগুরু বর ॥
শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদা নির্ণয়।
আগেই করিয়া রাখিযাছেন মহাশয় ॥

শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা—

হরিনাম মধ্যে তিন নামের বাহন।
হরে কৃষ্ণরাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন ॥
হরি শব্দে সম্বোধনে হ হয় হরে। হরা শব্দে সম্বোধনে হ হয় হরে ॥
তাথে হরে শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয়।
কৃষ্ণ রামনাম অর্থ দুই শ্লোকে হয় ॥
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা।
মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা ॥

তথাহি—শ্লোকাঃ—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বংচিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাংতৎকার্য্য মতোহরিরিতি স্মৃতঃ ॥

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তি তা॥
আনন্দৈক সুখ স্বামীশ্যামঃ কমললোচন।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধ্য সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিং লীলাধি দেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বিরচিত
শ্রীনাম মহিমা

একদিন হরিদাস নির্জ্জনে বসিয়া। মহামন্ত্র জপে হর্ষে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় গর্জ্জে হুহুঙ্কার।
আচার্য্য গোঁসাই আসি করে নমস্কার॥
সঙ্কোচ পাইয়া হইল ভাবসম্বরণ। আচার্য্য প্রণমি তিঁহ অর্পিল আসন॥
বসিয়া আচার্য্য গোঁসাই করে নিবেদন।
এক বড় সংশয় মনে করহ ছেদন॥
কলিযুগ অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চৈতন্য ভজয়ে যেই, সেই বড় ধন্য॥
তুমি হও চৈতন্যর পার্ষদ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছাড়ি কেন গাও আন্॥
অথবা কি মর্ম্ম জানি প্রেমানন্দে ভাস।
সর্ব্বজীবে হরি নাম কেন উপদেশ॥
নিবেদয়ে হরিদাস করি করজোড়ে।
তত্ত্ব তত্ত্ববেত্তা তুমি কেন পুছ মোরে॥

কিংবা ছল আচরহ পামর শোধিতে।
নিবেদন করি শুন যাহা পরচিত্তে॥
কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গূঢ় অবতার।
কোটী সমুদ্র গম্ভীর নামলীলা যাঁর॥

গুরুভাবে করায় তিঁহ আপনা যজনে। হরিনাম মহামন্ত্র দিল সর্বজনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগ অবতার। হরিনাম মহামন্ত্র যুগধর্ম্ম সার॥

মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে ভিন্ন কভু নয়।
নামনামী ভেদ নাহি সর্বশাস্ত্রে কয়॥
হরে— ভানুসুতা যেই কৃষ্ণ প্রিয়া শিরোমনি।
শ্রীচৈতন্যরূপে এবে হরে করি মানি॥
কৃষ্ণ— নন্দসুত বলিযারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ এবে এই চৈতন্য গোঁসাই॥
হরে— ব্রজের সর্বস্বহরি নদে অবতার।
এইহেতু চৈতন্যের হরে নাম আর॥
কৃষ্ণ— জীবহৃদি কর্ষিয়া রোপিল ভক্তি বীজ।
অতএব চৈতন্যের কৃষ্ণ নাম নিজ॥
কৃষ্ণ— কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণময় যে কৃষ্ণবরণ।
অতএব তাঁর নাম কৃষ্ণ নিরূপন॥
কৃষ্ণ— ন্যাসিবেশে আকর্ষিল পাষণ্ডিরগণ।
এই হেতু কৃষ্ণনাম তাঁহার গণন॥
হরে—স্বমাধুর্য্যে হরে তিঁহ ভক্তগন প্রধান।
হরে নাম চৈতন্যের করয়ে ব্যাখ্যান॥
হরে— স্বভক্তে হরিতে হয় আপনি হরন।
শ্রীচৈতন্য হর নাম করিল গ্রহন॥
হরে— স্বপ্রিয়া হরিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরে কলিযুগে সার॥

রাম— দোঁহে মিলি নবদ্বীপে বসে অবিরাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য কলিযুগে রাম।
হরে— হরয়ে চৈতন্য জীবের সর্ব্ব অমঙ্গল॥
অতএব হরিনাম সর্ব্ব সুমঙ্গল।
রাম—স্বভক্ত হৃদয়ে কিবা করয়ে রমন।
অতএব রামনাম করয়ে বহন॥
রাম—আপনা রমিতে নিজ স্বতঃ উঠেকাম।
অতএব শ্রীচৈতন্য ধরে রাম নাম॥
রাম | কৌশল্যা নন্দন যিনি ত্রেতার শ্রীরাম॥
সর্ব্বভৌমে দেখাইয়া ধরে রাম নাম।
হরে— স্বমাধুর্য্যে হরিল মন তেঁহ অবতার।
অতএব হরে নাম হইল তাঁহার॥
হরে— স্বভাবে হরিয়া চিত্ত কুর্ম্মাকৃতি হইল।
অতএব হরে নাম জগতে ঘোষিল॥
হরিনামের গূঢ় অর্থ করিল প্রকাশ।
আগম নিগম যাঁর নাহি জানে আশ॥
আর এক গূঢ় অর্থ আছয়ে ইহার।
শুনহ শ্রীপাদ সর্ব্ব অর্থ তত্ত্বসার॥
মহামন্ত্রে ষোল নাম তিন নাম সার।
তিন নাম হইতে ষোল নামের বিস্তার॥
হরে —সাক্ষাৎ শ্রীহরি কলৌ চৈতন্য গোঁসাই।
অতএব হরে এবে তাঁর নাম গাই॥
রাম—শ্রীনিত্যানন্দ গোঁসাই রাম অবতার।
তেঁহ রামনাম তাঁর বিদিত সংসার॥
কৃষ্ণ— কৃষ্ণ অংশ অবতীর্ণ দ্বিতীয় স্কন্ধ।
তেকারন কৃষ্ণ নাম বুঝ অনুবন্ধ॥

মতান্তরে ষোল চারি নাম সদর
চারি নাম হইতে পঞ্চতত্ত্বের প্রচার ॥
কৃষ্ণ— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয় চৈতন্য গোঁসাই।
অতএর তাঁর নাম কৃষ্ণ করি গাই ॥
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।
অতএব শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
রাম—বলরাম অবতার নিতাই ঠাকুর।
অতএব রাম নাম প্রেমরসপুর ॥
অথবা যথেষ্ঠ করে স্বপ্রেষ্ঠ রমন ॥
নিত্যানন্দ রাম তেঁই পায় ভক্তগন।
রমাশক্তি শ্রীঅসঙ্গ তার অবতার।
অতএব নিত্যানন্দ রাম নাম সার ॥
হরে— অদ্বৈত হরিনাদ্বৈত ভক্তি প্রশংসনে।
অতএব হরে নাম তোমার আখ্যানে ॥
হরিয়া আনিল দোঁহে নদীয়া নগর।
অতএব হরে নাম হইল তোমার ॥
হরে— ভানুভক্ত অবতার গদাই পণ্ডিত।
হরে নাম তাঁর ইহ জগতে বিদিত ॥
চারিনামের চতুর্মূর্ত্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
চতুর্ব্যূহ অবতীর্ণ যুগে যুগে হয় ॥
এই যুগে চতুর্ব্যূহ এই চারিজন।
এসব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ না করে লঙ্ঘন ॥
এই চারি ঈশ্বরতত্ত্ব আরাধ্য যে জানি।
পঞ্চম সে জীবতত্ত্ব আরাধক মানি ॥
আরাধনা হয় কৃষ্ণের সুখের কারন।
আরাধনা যেই করে ভক্তে সে গণন ॥
বিশেষ্য বিশেষনে ভক্তের নাম হয়।
কৃষ্ণকে বিশেষ্য করি ভক্তকে নিশ্চয় ॥

সেই কৃষ্ণ নন্দসুত দাস তাঁর ভৃত্য।
কৃষ্ণ দাস কহি কোন ভক্ত রূঢ়ি অর্থ॥
হরে কৃষ্ণ হরে নাম ভক্ত নাম জ্ঞান।
বিশেষ্য বিশেষণ ভক্তে করায় জ্ঞান॥
হরে কৃষ্ণ দুই নাম বিশেষ্য লক্ষণ।
হরে রাম দুই নাম তার বিশেষণ॥
হরে ভানুসুতা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
হরে রাম যাতে যে ভক্তেতে গণন॥
হরে রাম হরে রাম ভক্তে সে কহয়।
শুদ্ধ ভক্ত ভিন্ন কারো অনুভব নয়॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সদা করে গান॥
সেই নামে হাসে তাঁরে ভবা সকলে।
সেই নামে প্রভু তাঁরে প্রকাশে কৌশলে॥
পূর্ব্বে চারি ঈশতত্ত্ব করছি নির্ণয়।
ভক্ত তত্ত্ব মিলি এবে পঞ্চতত্ত্ব হয়॥
চারিনাম পঞ্চতত্ত্ব হল নিরূপন।
শ্রীচৈতন্য কৃপা যারে বুঝে সেই জন॥
এত শুনি দোঁহে দোঁহে আলিঙ্গন কৈল।
পরস্পর দোঁহে দোঁহার স্তুতি আরম্ভিল।
আচার্য্য কহয়ে তুমি ভুবন মঙ্গল।
শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব বেত্তা তুমি সে কেবল।।
হরিদাস কহে, প্রভু তুমি তত্ত্ব সার।
বেত্তা আমি, স্তুতি নহে সেই অনুসার॥

ইতি—শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুর কৃত হরিনামার্থ সম্পূর্ণ।

॥ শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং ॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং ॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয় ত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়, কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে, বিদ্যারূপ বধূ জীবন লাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই সমস্ত রস সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল করে দেয়। ১।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

ভগবানের অনেক নাম আছে। প্রত্যেক নামে তাঁরে সমস্ত শক্তি আছে। সে নাম স্মরণের কোন সময়ের নিয়ম নাই। হে ভগবান্! এমনই তোমার কৃপা কিন্তু তবু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাহাতে আমার অনুরাগ হইল না ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে, গাছের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজের মান অভিমান ছেড়ে দিয়ে আর অপরকে মানদান করে সর্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করবে ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

ধন চাই না, জন চাই না সুন্দরীও চাই না—চাই না, কাব্য-প্রতিভা। হে

জগদীশ ! জন্মে জন্মে ঈশ্বর স্বরূপ তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত—ধূলী সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

হে নন্দসুত কৃষ্ণ ! বিষম এই সংসার সমুদ্রে আমি তোমার দাস—এই সমুদ্রে ডুবেছি। দয়া করে আমাকে তোমার পদকমলের ধূলিকণা বলে মনে কর ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন দিয়ে অশ্রু ঝরবে ? কবে আমার মুখের কথা গদ গদ হয়ে উঠবে ? কবে আমার দেহ হবে রোমাঞ্চিত ? ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ হয়েছে যুগ, নয়ন হয়েছে বর্ষা এবং জগৎ হয়েছে শূন্য ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, দেখা না দিয়ে মর্ম্মাহতই বা করুন কিংবা সেই লম্পট যেমন খুসি তেমনই বিহার করুন; তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নয় ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ মুখোদগীনং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম ।

—

❀ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলার ২০ পরিচ্ছেদ প্রভুশ্রী শিক্ষাষ্টকের পদ্যানুবাদ— ❀

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ ২ ॥

উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণ সম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ৩ ॥

ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ ৪ ॥

তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন॥ ৫॥
প্রেমধন বিনাব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
রসান্তরা বেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করে প্রলপন॥ ৬॥
উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন, না যায় জীবন॥ ৭॥
আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তিঁহো রস সুখ রাশি।
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কিংবা না দেন দর্শন, জারেন আমার তনুমন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ॥
এই মত প্রভু তত্তৎ ভাবাবিষ্ট হয়া।
প্রলাপ করিল তত্তৎ শ্লোক পড়িয়া॥
পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্ট শ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল॥
প্রভুর শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

সমাপ্ত

মুদ্রণ চলছে

শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর

শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ খানি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রাবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীনর হরি চক্রবর্ত্তীর (নর হরি দাস) বিরচিত বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্ব পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীগৌর-নিতাই-সীতানাথের প্রকাশ মূর্তি শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের লীলা কাহিনী সহ প্রভৃত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের বংশ পরিচিতি ও লীলা কাহিনী, শ্রীনিতাই-গৌর-সীতা-নাথের জন্ম-লীলাদি বিষয়ক পদাবলী, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ গনের প্রকট রহস্য ও প্রভৃত ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকট লীলার সঙ্গী ও শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের পার্ষদ বর্গের মহিমা রাশী সুচারু রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলা ভূমির মহিমা বর্ণন সহ পরিক্রমার পথ নির্দ্দেশ পরিস্ফুট রহিয়াছে। গ্রাহক বৃন্দ সত্বর যোগাযোগ করুন।

প্রকাশিত হইয়াছে

১/ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচণাবলী—
ভিক্ষা—আড়াই শত টাকা

২/ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ)
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত—
ভিক্ষা—তিনশত টাকা

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টীটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

১) শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ—দশ টাকা ২) জগদ গুরুর শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মহিমামৃত—(শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী)—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখকের পরিচিতি)—দশ টাকা ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—(পশ্চিমবঙ্গের রেল পথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ শাস্ত্রীয় প্রমান যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য, বিভিন্ন তীর্থের চিত্রপট ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—আশী টাকা। ৫। গৌড়ভক্তামৃত লহরী—(পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী) দশ খণ্ড একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৬। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধা-কৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত)—ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী)—ত্রিশ টাকা॥ ৯। নিত্যা-নন্দ বংশ বিস্তার—(শ্রীল বৃন্দাবন দাস বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী)—বার টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভু জীবনী সহ তাঁহার পূর্ববতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—দশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভূমির শাস্ত্রীয় বিবরণ)—সাত টাকা। ১২। অভিরাম লীলামৃত (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে গৌড় এসে অভিরাম নাম ধারন করেন। তাঁহার জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ১৩। সাধ্যভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরন—চার টাকা। ১৫। সাধক

স্মরণ (অষ্টক, প্রনাম, সন্ধ্যারত্তি ভোগারত্তি প্রভৃতি)—দশ টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—(বৈষ্ণব শাস্ত্রের নাম, বর্ণনীয় বিষয় সমাপ্তি কালাদি) দশ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি অষ্টক, প্রনাম, ভোগারত্তি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)—আশী টাকা ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—পাঁচ টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা)—পাঁচ টাকা। ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—ছয় টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী (শ্রীনিবাস আচার্য্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপ ধারনের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—দশ টাকা। ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা) পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—দশ টাকা ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা মূলক প্রাচীন পদ)—বার টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ)—ষাট টাকা ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ)—চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড (মুরারি গুপ্ত গোবিন্দ মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পঁচিশ (বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) যন্ত্রস্থ। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—(অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—সাত টাকা। ৩১। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা। ৩২। জগদীশ চরিত্র বিজয় (জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র)—পঁচিশ টাকা। ৩৩। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩৪। মনশিক্ষা—দশ টাকা। ৩৫। মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা। ৩৬। বিংশ শতাব্দীর

কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়)—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩৭। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৮। রসিক মঙ্গল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী) পঞ্চাশ টাকা। ৩৯। চৈতন্য শতক (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত)—সাত টাকা। ৪০। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচরাপাড়া—পাঁচ টাকা। ৪২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৩। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪৪। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৫। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৬। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৭। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ)—তিনশত টাকা। ৪৯। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা। ৫০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণে ক্রম বিন্যাস (অষ্ট কালীন লীলার সময় নির্দ্ধারণ)—সাত টাকা। ৫১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা। ৫২। নিত্যানন্দ পার্ষদ চরিত্র—চল্লিশ টাকা। ৫৩। অদ্বৈত পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা। ৫৪। গদাধর পার্ষদ চরিত—ত্রিশ টাকা। ৫৫। একাদশী ব্রত মাহাত্ম)—দশ টাকা। ৫৬। শ্রীপাটকুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৭। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা। ৫৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৫৯। পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পর্যন্ত (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)—ত্রিশ টাকা। ৬০। শ্রীবংশী বদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৬১। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত) যন্ত্রস্থ। ৬২। শ্রীরূপ সনাতনের রামকেলী লীলা—দশ টাকা। ৬৩। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা। ৬৪। জয়দেব ও শ্রীগীত গোবিন্দ—কুড়ি টাকা।

শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

দর্শনে আসুন

মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

✲ শ্রীচৈতন্য ডোবা মহাতীর্থে স্নান ✲

(কার্ত্তিকী কৃষ্ণাত্রয়োদশী (কালীপূজার আগে)

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামিয়া ৮৫ নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন। বাসে শিয়ালদা-শ্যামবাজার-বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।